BCS
BANGLA

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com

বাংলা সাহিত্য (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

প্রশ্ন: ড. মুহম্মদ শহীদুলাহর মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে কত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত?

উত্তর: ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন: ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে কত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত?

উত্তর: ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে কত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত?

উত্তর: ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত (সর্বজন স্বীকৃত)।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে কত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত?

উত্তর: ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান পর্যন্ত (সর্বজন স্বীকৃত)।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলা হয় কোন সময়কে?

উত্তর: ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। মোট দেড়শ বছর।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের জন্য কোন শাসককে দায়ী করা হয়?

উত্তর: ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন্ বখতিয়ার খলজী।

প্রশ্ন: প্রাচীন যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: ব্যক্তি।

প্রশ্ন: মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: ধর্ম প্রধান।

প্রশ্ন: আধুনিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর: 'মানব প্রধান'।

প্রশ্ন: যুগসন্ধিকাল কত খ্রিষ্টাব্দ থেকে কত খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত?

উত্তর: ১৭৬১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারা?

উত্তর: ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, গোপাল হালদার, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন প্রমুখ।

প্রশ্ন: ড. মুহম্মদ এনামুল হক বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ কীভাবে করেছেন?

উত্তর: ক.তুর্কি যুগ (১২০০-১৩৫০), খ. সুলতানি যুগ (১৩৫১-১৫৭৫), গ. মোগলাই যুগ (১৫৭৬-১৭৫৭) পর্যন্ত।

প্রশ্ন: ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ কীভাবে করেছেন?

উত্তর: ক. প্রাচীন বা মুসলমান পূর্ব যুগ (৯৫০-১২০০), খ. তুর্কি বিজয়ের যুগ (১২০০-১৩০০), গ. আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ (১৩০০-১৫০০), ঘ. অন্ত্যমধ্য যুগ (১৫০০-১৮০০), চৈতন্য যুগ বা বৈষ্ণব সাহিত্য যুগ (১৫০০-১৭০০) ও নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০) এবং ঙ. আধুনিক বা ইংরেজি যুগ (১৮০০- থেকে)।

প্রশ্ন: ড. গোপাল হালদার মধ্যযুগকে কীভাবে ভাগ করেছেন?

উত্তর: ক. প্রাকচৈতন্য পর্ব (১২০০-১৫০০) খ. চৈতন্য পর্ব (১৫০০-১৭০০) এবং গ. নবাবি আমল (১৭০০-১৮০০) পর্যন্ত।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ ও চর্যাপদ

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক নিদর্শন কী?

উত্তর: চর্যাপদ।

প্রশ্ন: চর্যাপদ আর কী নামে পরিচিত?

উত্তর: আশ্চর্যচর্যাচয় বা চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় বা চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি।

প্রশ্ন: কবে কোন গ্রন্থে নেপালের বৌদ্ধতান্ত্রিক কথা প্রকাশ পায়?

উত্তর: ১৮৮২ সালে 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepel' গ্রন্থে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সর্বপ্রথম এটি প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কত সালে কোথা থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন?

উত্তর: ১৯০৭ সালে নেপালের রাজগ্রন্থাগার রয়েল লাইব্রেরি থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন।

প্রশ্ন: হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী ছিল?

উত্তর: মহামহোপাধ্যায়। ১৮৯৮ সালে তিনি এ উপাধি পান।

প্রশ্ন: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বিভাগীয় প্রধান ছিলেন?

উত্তর: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রশ্ন: চর্যাপদ কোন শাসন আমলে রচিত?

উত্তর: পাল শাসন আমলে।

প্রশ্ন: চর্যাপদের প্রতিপাদ্য বিষয় কী?

উত্তর: বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব।

প্রশ্ন: চর্যাপদে মোট কতটি পদ ছিল?

উত্তর: ৫১টি।

প্রশ্ন: কতটি পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল?

উত্তর: সাড়ে ছেচল্লিশটি।

প্রশ্ন: অন্যান্য পদ গুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি কেন?

উত্তর: উপরের পাতাগুলো ছেঁড়া ছিল বলে।

প্রশ্ন: চর্যাপদে কতজন কবির পদ পাওয়া গেছে?

উত্তর: ২৩ জন কবির।

প্রশ্ন: চর্যাপদে কতজন কবি পদ রচনা করেছেন বলে প্রমাণ আছে?

উত্তর: ২৪ জন।

প্রশ্ন: চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ রচনা করেন কে?

উত্তর: কাহ্নপা ১৩টি পদ রচনা করেন। কিন্তু পাওয়া গেছে ১২টি।

প্রশ্ন: ভুসুকুপা মোট কয়টি পদ রচনা করেন?

উত্তর: ৮টি।

প্রশ্ন: চর্যাপদের কবিদের নামের শেষে পা যুক্ত কেন?

উত্তর: চর্যাপদের কবিরা পদ রচনা করতেন বলে তাদের নামের শেষে সম্মানসূচক পা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পা শব্দটি এসেছে পাদ>পদ>পা এভাবে। আর পদ বা পা অর্থ কবিতা।

প্রশ্ন: কোন কবির পদ পাওয়া যায়নি?

উত্তর: তন্ত্রীপা বা তেনতোরী পা।

প্রশ্ন: চর্যাপদের কোন সংখ্যক বা নম্বর পদগুলো পাওয়া যায়নি?

উত্তর: ২৪, ২৫, ৪৮ সংখ্যক। এর মধ্যে ২৪ নং পদের রচয়িতা কাহ্ন পা, ২৫ নং তন্ত্রীপা এবং ৪৮ নং কুক্কুরীপা।

প্রশ্ন: চর্যাপদের কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে?

উত্তর: ২৩ নম্বর পদটি। মোট ১০টি পঙক্তি মধ্যে ৬টি পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য যে ২৩ নম্বর পদটি ভুসুকুপা রচনা করেন।

প্রশ্ন: চর্যাপদ কোথা থেকে, কত সালে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: ১৯১৬ সালে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে।

প্রশ্ন: কোন চারটি গ্রন্থ 'হাজার বছরের পুরান বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: চর্যাচর্যবিনিশ্চয়, সরহপাদ, কৃষ্ণপাদের দোহা এবং ডাকার্ণব।

প্রশ্ন: চর্যাপদগুলো কোন ভাষায় রচিত ছিল?

উত্তর: প্রাচীন বাংলা ভাষায়। তবে গবেষকগণ এর ভাষাকে সন্ধ্যাভাষা বা সান্ধ্যভাষা বা আলো আধাঁরের ভাষা বলেছেন।

প্রশ্ন: কে, কবে প্রথম চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন?

উত্তর: ড.সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় Origin and Development of the Bengali language (ODBL) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ১৯২৬ সালে।

প্রশ্ন: কে, কবে প্রথম চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন?

উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯২৭ সালে।

প্রশ্ন: কে, কবে প্রথম চর্যাপদের তিব্বতীয় অনুবাদ প্রকাশ করেন?

উত্তর: ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ১৯৩৮ সালে।

প্রশ্ন: চর্যাপদের রচনা কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মতামতগুলো কী?

উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুলাহর মতে চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে ৯৫০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।

প্রশ্ন: চর্যাপদ তথা বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বা প্রথম কবি কে?

উত্তর: লুইপা। (এই মতাতম ব্যক্ত করেছেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তাঁর সঙ্গে অনেক পণ্ডিতএকমত হলে ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একমত হতে পারেননি।

প্রশ্ন: ড. মুহম্মদ শহীদুলাহর মতে বাংলা সাহিত্যের আদিকবি বা প্রথম কবি কে?

উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ মৎসেন্দ্রনাথ বা মীননাথকে প্রথম বাঙালি কবি মনে করে প্রমাণ দেখিয়েছেন যে, তিনি সপ্তম শতকে জীবিত ছিলেন। চর্যাপদে তাঁর কোন পদ নেই। ২১ সংখ্যক চর্যার টীকায় কেবল চারটি পংক্তিতে তাঁর উল্লেখ রয়েছে।

প্রশ্ন: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের প্রথম কবি কে?

উত্তর: শবর পা। তাঁর মতে শবরপা ৬৮০ থেকে ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।

প্রশ্ন: সম্প্রতি কে নবচর্যাগীতি সংগ্রহ করেন এবং কোথা থেকে?

উত্তর: ড. শশীভূষণ দাসগুপ্ত। নেপাল থেকে তিনি ১০১ টি পদ সংগ্রহ করেন।

প্রশ্ন: চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত?

উত্তর: অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।

প্রশ্ন: চর্যাপদের কোন কবি মহিলা ছিলেন বলে ধারণা করা হয়?

উত্তর: কুক্কুরীপা।

প্রশ্ন: চর্যাপদে কতটি প্রবাদ-প্রবচন রয়েছে?

উত্তর: ৬টি। উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবাদ হলো–

(ক) আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী। (খ) দুহিল দুধ নাহি বেন্টে সাময়।

প্রশ্ন: চর্যার কোন কবি বাঙালি ছিলেন?

উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে শবরপা। তবে একটি পদে ভুসুকুপা নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন-'আজি ভুসুকু বাঙালী ভৈলী'।

প্রশ্ন: সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা কী?

উত্তর: যে ভাষা সুনির্দিষ্ট রূপ পায়নি। যে ভাষার অর্থও একাধিক অর্থাৎ আলো আঁধারের মত, সে ভাষাকে পণ্ডিতগণ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য ভাষা বলেছেন।

প্রশ্ন: চর্যাপদের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

উত্তর: শবর পা। তিনি ২৮ ও ৫০ সংখ্যক পদের রচয়িতা।

বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ

প্রশ্ন: অন্ধকার যুগ কী?

উত্তর: বাংলা সাহিত্যের যে যুগে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন মেলে না তাকে অন্ধকার যুগ বলে।

প্রশ্ন: অন্ধকার যুগের সময়সীমা কত?

উত্তর: ১২০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট দেড়শ বছর।

প্রশ্ন: অন্ধকার যুগের কোন সাহিত্যিক নিদর্শন মেলে কী?

উত্তর: অন্ধকার যুগে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন না মিললেও কিছু সংস্কৃত সাহিত্যের নিদর্শন মেলে। যেমন–

১. রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' এবং

২. হলায়ুধ মিশ্রের 'সেক শুভোদয়া'।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগের জন্য কোন শাসককে দায়ী করা হয়?

উত্তর: ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি।

প্রশ্ন: কোন কোন গবেষক অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব মেনে নিতে চান না?

উত্তর: ড. এনামুল হক, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. সুকুমার সেন, ড. যদুনাথ সরকার প্রমুখ অন্ধকার যুগের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

প্রশ্ন: 'শূন্যপুরাণ' সম্পর্কে বর্ণনা দিন।

উত্তর: রামাই পণ্ডিতরচিত ধর্মপূজার শাস্ত্রগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণ'। এটি ৫১ টি অধ্যায়ে বিভক্ত। রামাইপণ্ডিতের কাল এয়োদশ শতক বলে অনেকেই অনুমান করেন। শূন্যপুরাণ ধর্মীয় তত্ত্বের গ্রন্থ যা গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পু কাব্য। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মিলন সাধনের জন্য রামাই পণ্ডিতধর্মপূজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এতে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ এবং হিন্দুদের লৌকিক ধর্মের মিশ্রণ ঘটেছে।

প্রশ্ন: 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' বা 'নিরঞ্জনের উষ্মা' কী?

উত্তর: 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' বা 'নিরঞ্জনের উষ্মা' হলো শূন্যপুরাণ নামক কাব্যের অন্তর্গত অংশ বিশেষ বা কবিতা। এ কবিতায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সধর্মীদের ওপর বৈদিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনার সঙ্গে মুসলমানদের জাজপুর প্রবেশ এবং ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর রাতারাতি ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম গ্রহণের কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে অপরিণত ধারণা থেকে মনে হয় যে এ দেশে ইসলাম সম্প্রসারণের প্রাথমিক পর্যায়ে এটি রচিত। ব্রাহ্মণ শাসনের অবসান এবং মুসলিম শাসন প্রচলনের পক্ষে মত প্রকাশিত হওয়ায় এতে তৎকালীন সামাজিক পরিচয় মেলে।

প্রশ্ন: 'সেক শুভোদয়া' কী।

উত্তর: ১২০১ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৫০ বছর বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলে পরিচিত। এই সময়ে রচিত সংস্কৃত ভাষার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'সেক শুভোদয়া'। রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হলায়ূধ মিশ্র রচিত 'সেক শুভোদয়া' সংস্কৃতি গদ্যপদ্যে লেখা চম্পুকাব্য। গ্রন্থটিতে মোট ২৫টি অধ্যায় আছে। ড. মুহম্মদ এনামুল হকের মতে, সেক শুভোদয়া খ্রিষ্টিয় এয়োদশ শতাব্দীর একেবারেই গোড়ার দিকদার রচনা। গ্রন্থটি রাজা লক্ষ্মণ সেন ও শেখ জালালুদ্দীন তাবরেজির অলৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেক শুভোদয়া অর্থাৎ শেখের গৌরব ব্যাখ্যাই এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার যে সব নিদর্শন আছে তাহলো পীর মাহাত্মজ্ঞাপক ছড়া বা আর্য, খনার বচন ও ভাটিয়ালি রাগের একটি প্রেম সঙ্গীত।

শেকশুভোদয়ার প্রেম সঙ্গীতটির একাংশ–

"হাত জোড় করিঞা মাঙ্গো দান।
বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান ॥
বড় সে বিপাক আছে উপাএ।
সাজিয়া গেইলে বাঘেন খাএ ॥
পুন পুন পাএ পড়িয়া মাঙ্গো দান।
মৈদ্ধে বহে সুরেশ্বরী গাঙ্গ ॥"

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য ও বড়ুচণ্ডীদাস

প্রশ্ন: মধ্যযুগের আদি কবি কে?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের রচয়িতা বড়ুচণ্ডীদাস। তিনি চর্তুদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন।

প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কয়টি খণ্ড রয়েছে?

উত্তর: বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য। রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে রচিত এ কাব্যে মোট ১৩টি খ- রয়েছে।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য কোনটি?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

প্রশ্ন: কোন একক কবির রচনা হিসাবে বাংলা সাহিত্যের প্রথম কাব্য কোনটি?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য।

প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের কবির নাম কী?

উত্তর: বড়ুচণ্ডীদাস। এটি তাঁর ছদ্ম নাম। তার প্রকৃত নাম অনন্ত বড়ুয়া।

প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কে, কোথা থেকে, কবে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও পুঁথি শালার অধ্যক্ষ বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া জেলার কাঁকিলা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক এক গৃহস্থের গোয়াল ঘরের টিনের চালার নিচ থেকে অরক্ষিত অবস্থায় আবিষ্কার করেন।

প্রশ্ন: 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কত সালে, কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: ১৯১৬ সালে কলকতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

প্রশ্ন: বসন্তরঞ্জন রায়ের উপাধি কী?

উত্তর: বিদ্বদ্বল্লভ।

প্রশ্ন: বড়ু চণ্ডীদাস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: বাঁকুড়া জেলার ছাতনার নানুর গ্রামে ১৩৯০ সালে।

প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মোট কতটি খণ্ড রয়েছে?

উত্তর: ১৩টি । খণ্ড গুলো হল– ১. জন্ম খণ্ড ২. তাম্বুল খণ্ড ৩. দান খণ্ড ৪. নৌকা খণ্ড ৫. ছত্র খণ্ড ৬. ভার খণ্ড ৭. বৃন্দাবন খণ্ড ৮. কালিয়দমন খণ্ড ৯. যমুনা খণ্ড ১০. হার খণ্ড ১১. বাণ খণ্ড ১২. বংশী খণ্ড ও ১৩. রাধাবিরহ খণ্ড ।

প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যটি সম্পর্কে বিস্তারিত লিখুন।

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খণ্ডিত পদ সহ মোট পদের সংখ্যা ৪১৮টি। পুঁথিতে সংস্কৃত শোক আছে ১৬১টি। পুঁথিতে পাতার সংখ্যা ২২৬, অতত্রব পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫২; এর মধ্যে মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে পুঁথির প্রাপ্ত পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০৭। পুঁথির লিপি তিন হাতের লেখা। ৪১৮টি পদের মধ্যে কবির ভনিতা আছে ৪০৯টি।

প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান চরিত্র কয়টি ও কী কী?

উত্তর: তিনটি। যথা–১. রাধা ২. কৃষ্ণ ও ৩. বড়াই।

রাধা হলেন মানবাত্মার প্রতীক। এ মানবাত্মা পরমাত্মাকে পাবার জন্যে সারাক্ষণ ব্যাকুল থাকে। কিন্তু বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা হলেন সংসার অনভিজ্ঞ রূঢ় সত্যভাষিনী অল্পবয়সী অশিক্ষিত গোপ বালিকা।

প্রশ্ন: কৃষ্ণের পরিচয় প্রদান করুন।

উত্তর: বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে বসুদেবের পুত্র হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন এবং বৃন্দাবনের নন্দের গৃহে স্থানান্তরিত হন। পৌরাণিক কাহিনী মতে কৃষ্ণ হলেন পরমাত্মা বা সৃষ্টিকর্তার প্রতীক। যাকে পাবার জন্য মানবকূল ব্যাকুল থাকে। কিন্তু বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে কৃষ্ণ হলেন রক্তমাংসের এক যুবক। যার মধ্যে আছে প্রেম, আবার দৈহিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা।

প্রশ্ন: 'বড়াই' চরিত্রটির পরিচয় প্রদান করুন।

উত্তর: বড়াই হলেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের তৃতীয় চরিত্র। তিনি সম্পর্কে রাধার স্বামী আয়েন ঘোষের পিসীমা। এই পিসীমার উপর দায়িত্ব পড়ে রাধার দেখা শোনার। কিন্তু পরবর্তীতে এই পিসীমা বড়াই রাধা-কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্ক সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এ কাব্যে বড়াই হলেন রাধা কৃষ্ণের প্রেমের দূতী বা অনুঘটক।

জীবনী সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলী

প্রশ্ন: শ্রীচৈতন্যদেবের পরিচয় দিন।

উত্তর: ১৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার, ১৪৮৬ সালে শ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র এবং মায়ের নাম শচীদেবী। শ্রীচৈতন্য দেবের বাল্য নাম ছিল নিমাই। তাঁর গায়ের বর্ণ গোরা ছিল বলে তিনি গৌরাঙ্গ নামেও পরিচিত। তাঁর পিতৃদত্ত নাম বিশ্বম্ভর। ১৫৩৩ সালে তিনি পুরিতে মারা যান।

প্রশ্ন: কোন মহাপুরুষ মধ্যযুগে একটি পদ রচনা না করেও অমর হয়ে আছেন এবং তাঁর জীবনকে নিয়ে যুগের সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর: শ্রীচৈতন্যদেব। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনভিত্তিক যুগবিভাগ করেছেন।

ক. প্রথম পর্ব: প্রাকচৈতন্য যুগ-চতুর্দশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী।

খ. দ্বিতীয় পর্ব: চৈতন্য যুগ-ষোড়শ শতাব্দী

গ. তৃতীয় পর্ব: উত্তর চৈতন্যযুগ-সপ্তদশ শতাব্দী এবং

ঘ. চতুর্থ পর্ব: অষ্টাদশ শতাব্দী।

প্রশ্ন: বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম জীবনী গ্রন্থ কোনটি?

উত্তর: বৃন্দাবন দাস রচিত 'চৈতন্য ভাগবত'।

প্রশ্ন: চৈতন্যদেবের উপর রচিত সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল জীবনী গ্রন্থ কোনটি?

উত্তর: কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চরিতামৃত'।

প্রশ্ন: 'ষড় গোস্বামী কারা?

উত্তর: চৈতন্যদেবের ছয়জন প্রধান শিষ্যকে 'ষড়গোস্বামী' বলা হয়।

প্রশ্ন: ব্রজবুলী কী?

উত্তর: ব্রজবুলি বলতে সাধারণ ভাবে বোঝায় ব্রজের বুলি অর্থাৎ ব্রজ অঞ্চলের ভাষা। ব্রজবুলি মূলত এক প্রকার কৃত্রিম মিশ্রভাষা। অর্থাৎ মৈথিলি ও বাংলার মিশ্রিত রূপ হলো ব্রজবুলি ভাষা। ধারণা করা হয় বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ সম্ভবত এ ভাষাতেই কথা বলতেন। প্রকৃতপক্ষে মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির পদের ভাব ও ভাষার অনুসরণে বাংলা, উড়িষ্যা ও আসামে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রজবুলি ভাষার সৃষ্টি হয়। মৈথিলি ভাষার ক্রমরূপান্তর হিসাবে ব্রজবুলি ভাষার বিকাশ। ব্রজবুলি কখনও মুখের ভাষা ছিলনা। সাহিত্যকর্ম ব্যতীত অন্যত্র এর ব্যবহার ছিলনা। এই জন্য এভাষাকে কবি ভাষাও বলা হয়।

প্রশ্ন: বিদ্যাপতি কে?

উত্তর: বৈষ্ণব পদাবলীর অন্যতম কবি হলেন বিদ্যাপতি। তিনি মিথিলার সীতামারী মহকুমার বিসফি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা কবিতা রচনা না করেও বাঙালি বৈষ্ণবের গুরুস্থানীয়।

প্রশ্ন: বিদ্যাপতির রচিত উল্লেখযোগ্য পদ কোনটি?

উত্তর: এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূণ্যমন্দির মোর ॥

প্রশ্ন: বিদ্যাপতির উপাধিগুলো কী কী?

উত্তর: তাঁর অনেক গুলো উপাধি ছিল। যেমন- মৈথিল কোকিল, অভিনব জয়দেব, নব কবি শেখর, কবিরঞ্জন, কবি কণ্ঠহার, পণ্ডিতঠাকুরম, সাধুপাধ্যায়, রাজপণ্ডিতপ্রভৃতি।

প্রশ্ন: বৈষ্ণবপদাবলীর উল্লেখযোগ্য কবি কারা?

উত্তর: চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, লোচনদাস। মুসলমান পদকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আফজাল, শেখ ফয়জুলাহ, সৈয়দ আইনুদ্দিন, সৈয়দ মুর্তজা, আলাওল, আলী রজা, কমর আলী, সৈয়দ সুলতান, নওয়াজিস প্রমুখ।

প্রশ্ন: আধুনিক কোন কবি বৈষ্ণব পদাবলী লিখেছেন?

উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' নামে বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করেন।

চণ্ডীদাস সমস্যা

প্রশ্ন: চণ্ডীদাস সমস্যা কী?

উত্তর: বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে একাধিক কবি নিজেদের চণ্ডীদাস পরিচয় দিয়ে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন তাকে চণ্ডীদাস সমস্যা বলে।

প্রশ্ন: মধ্যযুগে কতজন চণ্ডীদাসের নাম শোনা যায়?

উত্তর: অন্তত চারজন চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। তারা হলেন-১. বড়ু চণ্ডীদাস ২. দ্বিজ চণ্ডীদাস ৩. দীন চণ্ডীদাস ও ৪. চণ্ডীদাস।

প্রশ্ন: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য রচয়িতার ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য আছে কি?

উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য যে বড়ুচণ্ডীদাস রচনা করেছে সে বিষয়ে পাণ্ডিতদের মাঝে কোন মতপার্থক্য নেই। তিনি ছিলেন চণ্ডীমূর্তি বাশুলির ভক্ত।

প্রশ্ন: কবি চণ্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তিটি কী?

উত্তর: "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

প্রশ্ন: দ্বিজচণ্ডীদাসের বিখ্যাত উক্তিটি কী?

উত্তর: "সই, কেমন ধরিয়া হিয়া।
আমরি বঁধুয়া আন বাড়ি যায়, আমারি আঙিনা দিয়া ॥"

মঙ্গল কাব্য

প্রশ্ন: 'মঙ্গল কাব্য কী?

উত্তর: 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ হল শুভ বা কল্যাণ। বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্ম বিষয়ক আখ্যানকাব্য রচিত হয়, তাই মঙ্গল কাব্য হিসাবে পরিচিত।

প্রশ্ন: কাব্যের নাম মঙ্গল কাব্য হবার কারণ কী?

উত্তর: লৌকিক ধারণা মতে যে কাব্য পাঠ বা শ্রবণ করলে পাঠক এবং শ্রোতার অশেষ কল্যাণ সাধন হয় এবং সর্ববিধ অকল্যাণ নাশ হয় তাকে বলা হয় মঙ্গল কাব্য। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এ কাব্যের পাঠ এক মঙ্গলবারে শুরু হয়ে অন্য মঙ্গলবার সমাপ্ত হত বলে এ কাব্যের নাম মঙ্গল কাব্য বা অষ্টমঙ্গলা।

প্রশ্ন: মঙ্গল কাব্যের প্রধান শাখা কয়টি ও কী কী?

উত্তর: ৩টি। যথা- ১. মনসামঙ্গল ২. চণ্ডীমঙ্গল ও ৩. অন্নদামঙ্গল। এছাড়া ধর্মমঙ্গল নামে মঙ্গল কাব্যের আরও একটি শাখা রয়েছে।

প্রশ্ন: মঙ্গলকাব্যে প্রধানত কয়টি অংশ থাকে?

উত্তর: পাঁচটি। ১. বন্দনা ২. আত্মপরিচয় ৩. দেবখণ্ড বা অলৌকিক বিষয়ে অবতারণা ৪. মর্তখ- বা মূলকাহিনী ৫. ফলশ্রুতি।

প্রশ্ন: মঙ্গলকাব্য কত প্রকার?

উত্তর: মঙ্গলকাব্য প্রধানত দুই প্রকার। যথা- ১. পৌরাণিক মঙ্গলকাব্য ও ২. লৌকিক মঙ্গলকাব্য।

প্রশ্ন: কতকগুলো পৌরাণিক মঙ্গলকাব্যের নাম উল্লেখ করুন।

উত্তর: ১. গৌরীমঙ্গল ২. ভবানীমঙ্গল ৩. দুর্গামঙ্গল ৪. অন্নদামঙ্গল ৫. কমলামঙ্গল ৬. গঙ্গামঙ্গল ও ৭. চণ্ডিকামঙ্গল ইত্যাদি।

প্রশ্ন: কতকগুলো লৌকিক মঙ্গলকাব্যের নাম লিখুন।

উত্তর: ১.শিবমঙ্গল ২. কালিকামঙ্গল ৩. শীতলামঙ্গল ৪. সরদামঙ্গল ৫. সূর্যমঙ্গল ৬. ষষ্ঠীমঙ্গল, ও ৭. রায়মঙ্গল ইত্যাদি।

প্রশ্ন: মঙ্গলকাব্যে উল্লেখিত প্রধান দেবদেবীর কারা?

উত্তর: ১. দেবী মনসা ২. দেবী চণ্ডী ৩. দেবতা শীব ৪. ধর্ম ঠাকুর ৫. দেবী অন্নপূর্ণা প্রভৃতি।

মনসামঙ্গল কাব্য

প্রশ্ন: মনসামঙ্গল কাব্য কী?

উত্তর: সাপের দেবী মনসাকে নিয়ে যে কাব্য রচিত তাই মনসামঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: মনসামঙ্গল কাব্যের কতজন কবির নাম জানা যায়?

উত্তর: ৬২ জন।

প্রশ্ন: মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি কারা?

উত্তর: মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন- ১. কানাহরিদত্ত ২. বিজয়গুপ্ত ৩. নারায়ণদেব ৪. দ্বিজবংশীদাস ৫. বিপ্রদাস পিপিলাই ৬. কেতকাদাস ৭. ক্ষেমানন্দ প্রমুখ।

প্রশ্ন: মঙ্গল কাব্য বা মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?

উত্তর: কানাহরি দত্ত।

প্রশ্ন: কানাহরিদত্ত যে প্রথম কবি তার প্রমাণ কী?

উত্তর: কবি বিজয়গুপ্ত তাঁর কাব্যে কানা হরিদত্তের নাম উল্লেখ করেছেন এভাবে-
"মুখে রচিল গীত না জানে বৃত্তান্ত।
প্রথমে রচিল গীত কানাহরিদত্ত ॥"
এখান থেকে প্রমাণিত হয় কানাহরিদত্ত মঙ্গলকাব্য তথা মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি।

প্রশ্ন: কানাহরিদত্ত কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?

উত্তর: তিনি পূর্ববঙ্গের অধিবাসী ছিলেন।

প্রশ্ন: মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

উত্তর: মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি বিজয় গুপ্ত।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যে প্রথম সুস্পষ্ট সন তারিখযুক্ত কাব্য কোনটি?

উত্তর: বিজয় গুপ্তের 'পদ্মপুরাণ' (১৪৯৪ খ্রিষ্টাব্দ)।

প্রশ্ন: পদ্মপুরাণ কী?

উত্তর: লৌকিধারণা মতে দেবী মনসার জন্ম পদ্ম পাতার উপরে হয়েছিল। একারণে কোন কোন কবি তাদের মনসামঙ্গল কাব্যের নাম 'পদ্ম পুরাণ' বলে অভিহিত করেছেন।

প্রশ্ন: বাইশা কী?

উত্তর: মনসা মঙ্গলের বাইশজন ছোট বড় কবিকে একত্রে বাইশা বলে।

প্রশ্ন: মসামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্র গুলো কী কী?

উত্তর: ১. দেবী মনসা ২. চাঁদ সওদাগর ৩. সনকা (চাঁদসওদাগরের স্ত্রী), ৪. লখিন্দর ৫. বেহুলা ও ৬. নেতাই ধোপানী।

প্রশ্ন: মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী পুরুষ চরিত্র কোনটি?

উত্তর: চাঁদ সওদাগর। তিনি ছিলেন চম্পাই বা চম্পক নগরের বণিক।

প্রশ্ন: মধযুগের সবচেয়ে পতিপ্রাণা চরিত্র কোনটি?

উত্তর: বেহুলা। সে ছিল উজানী নগরের সুন্দরী কন্যা এবং চাঁদ সওদাগরের পুত্র লখিন্দরের স্ত্রী।

চণ্ডীমঙ্গলকাব্য

প্রশ্ন: চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী কয় খণ্ডে বিভক্ত?

উত্তর: দুই খণ্ডে বিভক্ত। ১. প্রথম খণ্ড: ব্যাধ কালকেতুর কাহিনী ২. দ্বিতীয় খণ্ড: বণিক ধনপতির কাহিনী।

প্রশ্ন: চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মোট কতজন কবির নাম উল্লেখ রয়েছে?

উত্তর: ড.সুকুমার সেনের মতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবির সংখ্যা ১৯ জন।

প্রশ্ন: চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে উল্লেখযোগ্য কবি কারা?

উত্তর: চণ্ডীমঙ্গলের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন- ১. মানিক দত্ত ২. দ্বিজমাধব ৩. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ৪. দ্বিজরাম দেব ৫. মুক্তারাম সেন ৬. হরিরাম ৭. লালা জয়নারায়ণ সেন ৮. ভবানীশঙ্কর দাস ৯. অকিঞ্চন চক্রবর্তী।

প্রশ্ন: চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?

উত্তর: মানিক দত্ত। তিনি ১৪শ' শতকের কবি।

প্রশ্ন: মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

উত্তর: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

প্রশ্ন: মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর: তিনি বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানকার ডিহিদার বা প্রধান রাজকর্মচারী মাহমুদ শরীরের অত্যাচারে জন্মভূমি পরিত্যাগ করে কবি মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় নেন। বাঁকুড়া রায় তাঁকে নিজ পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন।

প্রশ্ন: মুকুন্দরামের উপাধি কী?

উত্তর: কবি কঙ্কণ। রাজা রঘুনাথ রায় তাঁর কবি প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে এ উপাধি প্রদান করেন।

প্রশ্ন: মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সম্পর্কে আধুনিক সমালোচকগণ কী বলেন?

উত্তর: মধ্যযুগে জন্মগ্রহণ না করে আধুনিক যুগে জন্মগ্রহণ করলে তিনি মঙ্গল কাব্য না লিখে উপন্যাস লিখতেন।

প্রশ্ন: মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে আর কী নামে আখ্যায়িত করা হয়?

উত্তর: দুঃখ বর্ণনার কবি/জীবন রসিক কবি ইত্যাদি।

প্রশ্ন: চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো কী কী?

উত্তর: দেবীচণ্ডী, কালকেতু, ফুলরা, ভাড়ুদত্ত, মুরারী শীল ও কলিঙ্গরাজ।

প্রশ্ন: কালকেতু কে?

উত্তর: কালকেতু ছিল ব্যাধ বা শিকারী। তার স্বর্গীয় নাম ছিল নীলাম্বর।

প্রশ্ন: মধ্যযুগের সবচেয়ে প্রতিবাদী নারী চরিত্র কোনটি?

উত্তর: ফুল্লরা। সে ছিল কালকেতুর স্ত্রী। তার স্বর্গীয় নাম ছিল ছায়া।

প্রশ্ন: মধ্যযুগের সবচেয়ে ষড়যন্ত্রকারী চরিত্র কোনটি?

উত্তর: ভাড়ুদত্ত।

প্রশ্ন: মধ্যযুগের সবচেয়ে ঠক চরিত্র কোনটি?

উত্তর: মুরারী শীল। সে ছিল বেনে বা বণিক।

অন্নদামঙ্গল কাব্য

প্রশ্ন: মধ্যযুগের শেষ কাব্য কোনটি?

উত্তর: অন্নদামঙ্গল কাব্য।

প্রশ্ন: মঙ্গল কাব্য ধারার শেষ কবি কে?

উত্তর: ভারতচন্দ্র।

প্রশ্ন: ভারতচন্দ্র কত সালে জন্মগ্রহণ করেন।

উত্তর: ভারতচন্দ্রের জন্মকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে ১৭১২ সালে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে তার জন্ম ১৭০৭ সালে তবে নানা তথ্য এবং অনুমান মিলিয়ে মনে করা হয়েছে যে, ভারতচন্দ্র ১৭০৫-১৭১০ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: ভারতচন্দ্র কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: বর্ধমান বিভাগের ভুরসুট পরগনায় আধুনিক হাওড়া জেলার পেঁড়ো গ্রামে।

প্রশ্ন: ভারতচন্দ্র কবে পরলোকগমন করেন?

উত্তর: ১৭৬০ সালে। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মূলত বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অবসান ঘটে।

প্রশ্ন: ভারতচন্দ্র কার সভাকবি ছিলেন?

উত্তর: নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের।

প্রশ্ন: ভারতচন্দ্রের উপাধি কী?

উত্তর: রায়গুণাকর।

প্রশ্ন: তাঁকে কে এ উপাধি প্রদান করেন?

উত্তর: রাজা কৃষ্ণচন্দ্র।

প্রশ্ন: ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?

উত্তর: অন্নদামঙ্গল কাব্য।

প্রশ্ন: অন্নদামঙ্গল কাব্যে মোট কতটি খণ্ড আছে?

উত্তর: তিনটি। যথা-১. কালিকামঙ্গল ২. শিবনারায়ণ ৩. মানসিংহ ভবানন্দ।

প্রশ্ন: অন্নদামঙ্গল কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো কী কী?

উত্তর: ১. মানসিংহ ২. ভবানন্দ ৩. হিরা মালিনী ও ৪. ঈশ্বরীপাটনী।

প্রশ্ন: 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'-এ উক্তিটি কার?

উত্তর: ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঈশ্বরী পাটনী এ উক্তিটি করেছেন।

প্রশ্ন: অন্নদামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য প্রবচনগুলো কী?

উত্তর: ১। বড়র পিরীতি বালির বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দাড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥
২। নগর পুড়িলে দেবালয় কী এড়ায়।
৩। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
৪। যতন নাহিলে নাহি মিলিয়ে রতন।
৫। কড়িতে বাঘের দুধ মিলে।
৬। হাভাতে যদ্যপি যায় সাগর শুকায়ে যায়।
৭। বাপে না জিজ্ঞেস মায়ে না সম্ভাষে যদি দেখে লক্ষীছাড়া।
৮। নীচ যদি উচ্চভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।
৯। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।
১০। আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।

প্রশ্ন: গঙ্গাষ্টক ও নাগাষ্টক কী?

উত্তর: ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর রচিত সংস্কৃত ভাষায় দুটি দীর্ঘ কবিতা।

প্রশ্ন: মধ্যযুগের 'শেষ বড় কবি' কে?

উত্তর: ভারতচন্দ্র রায়।

প্রশ্ন: ভারতচন্দ্র রায় কী হিসেবে পরিচিত?

উত্তর: তিনি নাগরিক কবি হিসেবে পরিচিত।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

প্রশ্ন: ধর্মমঙ্গল কাব্যে মোট কয়টি কাহিনী আছে?

উত্তর: দুটি: ১. রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী ও ২. লাউসেনের কাহিনী।

প্রশ্ন: কতজন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়?

উত্তর: ২০ জন।

প্রশ্ন: ধর্মমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি কারা?

উত্তর: ১. ময়ূরভট্ট ২. আদিরূপরায় ৩. খেলারাম চক্রবর্তী ৪. মাণিকরাম ৫. রূপরামচক্রবর্তী ৬. শ্যাম পণ্ডিত ৭. সীতারাম দাস ৮. রাজারাম দাস ৯. রামদাস আদক ১০. দ্বিজ প্রভুরাম ১১. ঘনরাচক্রবর্তী ১২. রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩. সহদেব চক্রবর্তী ১৪. নরসিংহ বসু, ১৫. হৃদয়রাম সাউ প্রমুখ।

প্রশ্ন: ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রধান কবি কে?

উত্তর: ময়ূরভট্ট।

প্রশ্ন: ময়ূরভট্টের কাব্যের নাম কী?

উত্তর: হাকন্দপুরাণ (ধর্মমঙ্গল কাব্য)।

প্রশ্ন: খেলারাম চক্রবর্তী কাব্যের নাম কী?

উত্তর: গৌড় কাব্য।

প্রশ্ন: 'অনাদি মঙ্গল' কাব্যের রচিয়তা কে?

উত্তর: রামদাস আদক।

প্রশ্ন: শ্যাম পণ্ডিতকে?

উত্তর: ধর্ম মঙ্গল কাব্যের অনতম কবি। তাঁর কাব্যের নাম নিরঞ্জন মঙ্গল।

অপ্রধান মঙ্গলকাব্য সমূহ

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের অপ্রধান মঙ্গল কাব্যগুলো কী কী?

উত্তর: অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলো হচ্ছে- ১. শীতলামঙ্গল কাব্য ২. ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্য ৩. সারাদামঙ্গল কাব্য ৪. গৌরীমঙ্গল কাব্য ৫. গঙ্গামঙ্গল কাব্য ৬. রায়মঙ্গল কাব্য ৭. পঞ্চানন মঙ্গল কাব্য।

প্রশ্ন: সারদামঙ্গল কাব্যের বিষয়বস্তু কী?

উত্তর: বিদ্যা ও চারুকলার অধিষ্ঠীত্রী দেবী সারদা ও সরস্বতীর কাহিনী অবলম্বনে সারদামঙ্গল কাব্য রচিত।

প্রশ্ন: শীতলামঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে?

উত্তর: নিত্যানন্দ চক্রবর্তী।

প্রশ্ন: মানিকরাম গাঙ্গুলী কোন কাব্যের কবি?

উত্তর: শীতলামঙ্গল কাব্যের।

প্রশ্ন: কৃষ্ণরাম রচিত কাব্যের নাম কী?

উত্তর: রায়মঙ্গল।

প্রশ্ন: গৌরীমঙ্গল কাব্যের অন্যতম রচয়িতা কে?

উত্তর: পৃথ্বীরাজ।

প্রশ্ন: দুর্গামঙ্গল কী অনুসরণে রচিত?

উত্তর: পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে।

অনুবাদ সাহিত্য

প্রশ্ন: বর্তমানে পৃথিবীতে কয়টি জাতমহাকাব্য আছে?

উত্তর: চারটি- ১. মহাভারত ২. রামায়ণ ৩. ইলিয়ড ৪. ওডেসি।

প্রশ্ন: পৃথিবীতে প্রধান সাহিত্যিক মহাকাব্য কয়টি?

উত্তর: ৪টি- ১. মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট', ২. মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য', ৩. ভার্জিলের 'ঈনীদ', ৪. ফেরদৌসীর 'শাহনামা'।

প্রশ্ন: মহাভারতের মূল রচয়িতা কে?

উত্তর: কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসবেদ।

প্রশ্ন: মহাভারত প্রথমে কোন ভাষায় রচিত?

উত্তর: সংস্কৃত ভাষায়।

প্রশ্ন: মহাভারতের পটভূমি কী?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব থেকে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ সংক্রান্ত নানা উপকাহিনী ব্যাসবেদ একত্রিত করে রচনা করেন বিরাটাকার মহাভারত।

প্রশ্ন: মহাভারতের সর্বপ্রথম বাংলায় অনুবাদ কে করেন?

উত্তর: কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

প্রশ্ন: পরাগলী মহাভারত কী?

উত্তর: কবীন্দ্র পরমেশ্বর অনূদিত মহাভারতই পরাগলী মহাভারত নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: মধ্যযুগে মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক কে?

উত্তর: কাশীরাম দাস। কবি নিজেই ভনিতায় বলেছেন—
"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান ॥"

প্রশ্ন: 'ছুটি খানি মহাভারত' এর রচয়িতা কে?

উত্তর: শ্রীকর নন্দী।

প্রশ্ন: গুণরাজ খান কে?

উত্তর: মালাধর বসু। তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামে ভাগবতের বাংলা অনুবাদ করেন।

প্রশ্ন: কাশীরাম দাস কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার সিঙ্গি গ্রামে।

প্রশ্ন: রামায়ণের মূল রচয়িতা কে?

উত্তর: বাল্মীকি।

প্রশ্ন: রামায়ণ প্রথম কোন ভাষায় রচিত?

উত্তর: সংস্কৃত ভাষায়।

প্রশ্ন: মধ্যযুগে রামায়ণের প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ বাংলা অনুবাদক কে?

উত্তর: কৃত্তিবাস ওঝা।

প্রশ্ন: 'ইলিয়ড' ও 'ওডেসি' কাব্যের রচয়িতা কে?

উত্তর: হোমার।

প্রশ্ন: হোমার কোন দেশের কবি?
উত্তর: গ্রীস।
প্রশ্ন: হোমারের প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: হোমেরোস।
প্রশ্ন: কোন মহিলা কবি প্রথম রামায়ণ অনুবাদ করেন?
উত্তর: চন্দ্রাবতী। তিনি ছিলেন মনসামঙ্গল কাব্যের কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা।
প্রশ্ন: 'শাহনামা' কাব্যের পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ কে করেন?
উত্তর: মনির উদ্দিন ইউসুফ।
প্রশ্ন: 'পবিত্র কুরআন' সর্বপ্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন কে? কেন?
উত্তর: ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। তিনি সহ ব্রহ্মধর্মের অনুসারীরা পবিত্র কুরআনের একত্ববাদের বাণী দ্বারা এত বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, তাদের জন্য 'পবিত্র কুরআনের' একখানি বাংলা অনুবাদ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছিল।

রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান

প্রশ্ন: রোমান্টিক কাব্য কী?
উত্তর: বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে মুসলিম কবিরা প্রেমমূলক আখ্যান কাব্য রচনা করেন, বাংলা সাহিত্যে তাই রোমান্টিক কাব্য হিসাবে পরিচিত।
প্রশ্ন: রোমান্টিক কাব্য ধারার প্রথম কবি কে?
উত্তর: শাহ্ মুহম্মদ সগীর।
প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি কে?
উত্তর: শাহ্ মুহম্মদ সগীর।
প্রশ্ন: শাহ্ মুহম্মদ সগীর রচিত কাব্যের নাম কী?
উত্তর: ইউসুফ জোলেখা।
প্রশ্ন: কখন এ কাব্যটি রচিত হয়?
উত্তর: গৌড়ের সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৯৩-১৪০৯)।
প্রশ্ন: পরবর্তীকালে একই কাহিনী নিয়ে একই নাম দিয়ে আর কে কে এ কাব্য রচনা করেন?
উত্তর: ১. গরীবুল্লাহ ২. গোলাম সাদাত উল্লাহ ৩. সাদেক আলী ফকির ৪. মুহম্মদ ইউসুফ।
প্রশ্ন: ষোড়শ শতাব্দীর রোমান্টিক কাব্য ধারার প্রধান কবি কারা?
উত্তর: ১.দৌলত উজির বাহরাম খান ২. মুহম্মদ কবীর ৩. সাবিরিদ খান ৪. দোনাগাজী চৌধুরী।
প্রশ্ন: দৌলত উজির বাহরাম খান কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: তিনি চট্টগ্রাম ফতেহাবাদ বা জাফরাবাদের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মোবারক খান।
প্রশ্ন: দৌলত উজির বাহরাম খানের প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: আসাউদ্দিন।
প্রশ্ন: দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত কাব্যগুলো কী কী?
উত্তর: ১. লাইলী মজনু ২. জঙ্গনামা বা মুক্তল হোসেন ৩. ইমাম বিজয়
প্রশ্ন: লাইলী মজনু কাব্যের উৎস কী?
উত্তর: দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত লাইলী মজনু কাব্য ফরাসি কবি জামির 'লাইলী ওয়া মজনু' কাব্য অনুসরণে রচিত।
প্রশ্ন: মুহম্মদ কবিরের কাব্যের নাম কী?
উত্তর: মধুমালতী।
প্রশ্ন: মধুমালতী কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো কী কী?
উত্তর: ১. মধুমালতী ২. সূর্যভান ৩. কমলা সুন্দরী।
প্রশ্ন: সাবিরিদ খানের কাব্যের নাম কী?
উত্তর: ১. বিদ্যাসুন্দর ২. হানিফা ও কয়রাপরী ৩. রসুল বিজয়।
প্রশ্ন: দোনাগাজী চৌধুরী রচিত কাব্যের নাম কী?
উত্তর: সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান।
প্রশ্ন: আরব্য উপন্যাস অবলম্বনে 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' কাব্য কে কে রচনা করেন?
উত্তর: আলওল, দোনাগাজী চৌধুরী, ইব্রাহীম ও মালে মোহাম্মদ।
প্রশ্ন: আব্দুল হাকিম কে?
উত্তর: মধ্যযুগের অন্যতম বিখ্যাত কবি। 'নূরনামা' তাঁর বিখ্যাত কাব্য।

আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য

প্রশ্ন: মধ্যযুগে বাংলাদেশের বাইরে কোথায় সাহিত্য চর্চা হয়?
উত্তর: আরাকান রাজসভায়।
প্রশ্ন: আরাকান রাজসভাকে সংস্কৃত ভাষায় কী বলা হয়েছে?
উত্তর: রোসাঙ্গ রাজসভা।
প্রশ্ন: রোসাঙ্গের রাজারা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন?
উত্তর: বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।
প্রশ্ন: আরাকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য কবি কারা?
উত্তর: আরাকান রাজসভার উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন– ১. দৌলত কাজী ২. কোরেশী মাগন ঠাকুর ৩. মরদন ৪. আলাওল ৫. আব্দুল করিম খন্দকার ৬. শমশের আলী।
প্রশ্ন: আরাকান রাজসভার প্রথম বাঙালি কবিকে?
উত্তর: দৌলত কাজী। তিনি লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচিয়তা।
প্রশ্ন: দৌলত কাজীর কাব্যের নাম কী?
উত্তর: 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী'।
প্রশ্ন: কোন কোন ভাষার সংমিশ্রণে 'সতীয়না ও লোরচন্দ্রানী' কাব্য রচিত?
উত্তর: বাংলা ও ব্রজবুলি ভাষার সংমিশ্রণে।
প্রশ্ন: 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' কোন কাব্যগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত?
উত্তর: হিন্দি কবি সাধনের 'মৈনাসৎ' কাব্য অবলম্বনে।
প্রশ্ন: মরদনের কাব্যের নাম কী?
উত্তর: নসিরানামা।
প্রশ্ন: কোন সময়ে মরদন 'নসিরানামা' কাব্য রচনা করেন?
উত্তর: ড.এনামুল হকের মতে, ১৬০০ থেকে ১৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।
প্রশ্ন: কোরেশী মাগন ঠাকুরের কবি পরিচয় ছাড়া আর কী পরিচয় আছে?
উত্তর: আরাকান রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী।
প্রশ্ন: কবির নামের প্রথমে কোরেশী শব্দ কেন?
উত্তর: আরবের কোরাইশ বংশজাত ছিলেন বলে।
প্রশ্ন: তিনি মুসলমান অথচ তার নামের শেষে ঠাকুর কেন?
উত্তর: ঠাকুর আরাকান রাজাদের সম্মানিত উপাধি।
প্রশ্ন: মাগন ঠাকুরের জন্ম কোথায়?
উত্তর: চট্টগ্রামের চট্টশালা বা চাশখালায়। পরবর্তীতে তিনি রোসাঙ্গবাসী হন।
প্রশ্ন: মাগন ঠাকুরের বিখ্যাত কাব্য কোনটি?
উত্তর: চন্দ্রাবতী।
প্রশ্ন: আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি কে?
উত্তর: আলাওল।
প্রশ্ন: আলাওল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর: আলাওলের জন্মস্থানের ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। গ্রহণযোগ্য দুটি মত হল– ১. চট্টগ্রামের হাটহাজারি অঞ্চলের জোবরা গ্রামে। অথবা– ২. ফরিদপুরের ফাতেহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন: আরাকান রাজ্যে কার নির্দেশে আলাওল সাহিত্য সাধনা করেন?

উত্তর: প্রথমে মাগন ঠাকুর। পরে শ্রীমন্ত সোলেমান, সৈয়দ মুসা, সৈয়দ মুহম্মদ খান প্রমুখের নির্দেশে সাহিত্য সাধনা করেন।

প্রশ্ন: আলাওলের শ্রেষ্ঠ রচনা কোনটি?

উত্তর: পদ্মাবতী।

প্রশ্ন: পদ্মাবতী কাব্যের প্রধান চরিত্রগুলো কী?

উত্তর: ১. পদ্মাবতী ২. রাজারত্নসেন ৩.আলাউদ্দীন খলজী।

প্রশ্ন: আলাওল রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ গুলো কী কী?

উত্তর: পদ্মাবতী, সয়ফুলমূলক বদিউজ্জামান, হপ্তপয়কর, সিকান্দর নামা, তোহ্ফা বা তত্ত্বোপদেশ, রাগতাল নামা এবং দৌলত কাজীর অসমাপ্ত গ্রন্থ 'সতীময়না লোর চন্দ্রানী'র বাকী অংশ।

প্রশ্ন: 'তোহ্ফা' কী?

উত্তর: শেখ ইউসুফ দেহলবীর 'তোহফাতুন নেসায়েহ'-র অনুবাদ। এটি একটি নীতি কথা মূলক কাব্যগ্রন্থ।

প্রশ্ন: আব্দুল করিম খন্দকার কে?

উত্তর: আরাকান রাজসভার অন্যতম কবি।

প্রশ্ন: আব্দুল করিম খন্দকার রচিত কাব্যের নাম কী?

উত্তর: ১. হাজার মসাইল ২. নূরনামা

প্রশ্ন: আরাকান রাজসভার কবি শমশের আলীর কাব্যের নাম কী?

উত্তর: বিজওয়ানা শাহ।

প্রশ্ন: কবি শমমের কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: চট্টগ্রামের সুলতানপুর গ্রামে।

নাথ সাহিত্য ও লোক সাহিত্য

প্রশ্ন: লোক সাহিত্য কী?

উত্তর: জনসাধারণের মুখে মুখে প্রচলিত গাঁথা কাহিনী, গান , ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতিকে লোক সাহিত্য বলে।

প্রশ্ন: লোকসাহিত্যের প্রধান শাখাগুলো কী কী?

উত্তর: ছড়া, গান বা লোকগীতি, গীতিকা, ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ডাক, খনার বচন, রূপকথা, উপকথা, ব্রতকথা, ধাঁ ধাঁ, প্রবাদ-প্রবচন।

প্রশ্ন: লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম সৃষ্টি কী?

উত্তর: ছড়া।

প্রশ্ন: বাংলা কবিতার প্রাচীন ছন্দ কোনটি?

উত্তর: স্বরবৃত্ত ছন্দ বা ছড়ার ছন্দ।

প্রশ্ন: বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত লোকগীতিকাগুলো কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

উত্তর: তিন ভাগে। যথা-১. নাথ গীতিকা ২. ময়মনসিংহ গীতিকা ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত লোক সাহিত্য গবেষকের নাম কী?

উত্তর: ড. আশরাফ সিদ্দীকী।

প্রশ্ন: 'ঠাকুরমার ঝুলি 'ও' ঠাকুর দাদার ঝুলি' কার সংগ্রহ?

উত্তর: দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

প্রশ্ন: উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর রূপকথা সংগ্রহের নাম কী?

উত্তর: টোনা টুনির বই।

প্রশ্ন: Ballad কী?

উত্তর: ইংরেজি Ballad শব্দটি এসেছে ফরাসি ভাষা থেকে। বাংলা সাহিত্যের আখ্যানমূলক লোকগীতিকে ইংরেজিতে Ballad বলা হয়।

প্রশ্ন: রূপকথা কী?

উত্তর: রূপকথায় নানা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা ভীড় করে। বাস্তব রাজ্যের সাথে এর সম্পর্ক নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গল্পের ঐক্য লক্ষণীয়। ইংরেজিতে একে বলা হয় Fairy Tales.

প্রশ্ন: উপ কথা কী?

উত্তর: পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বনে যে সব কাহিনী গড়ে উঠে তাই সাধারণত উপকথা নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: হারামণি কী?

উত্তর: মুহম্মদ মনুসর উদ্দীন সংগৃহীত লোক সাহিত্যের সংকলন। 'হারামণি' এ নামটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেয়া।

প্রশ্ন: নাথ সাহিত্য কী?

উত্তর: শিব উপাসক যোগি সম্প্রদায় কর্তৃক রচিত সাহিত্যই নাথ সাহিত্য নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: নাথগীতিকা কে, কবে, কোথা থেকে সংগ্রহ করে সুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন?

উত্তর: স্যার জর্জ গ্রীয়ার্সন ১৮৭৮ খ্রিষ্টব্দে রংপুর জেলার মুসলমান কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে 'মানিকচন্দ্র রাজার গান' প্রকাশ করলে 'নাথগীতিকা' সুধীসমাজের দৃষ্টি আর্কষণ করে।

প্রশ্ন: নাথ সাহিত্যে আর কী কী গ্রন্থ পাওয়া গেছে?

উত্তর: ময়নামতির গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস।

প্রশ্ন: গোরক্ষ বিজয় কে আবিষ্কার করেন?

উত্তর: আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

প্রশ্ন: গোরক্ষ বিজয় কে রচনা করেন?

উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ।

প্রশ্ন: নাথ সাহিত্যে প্রধানত কী কী উপজীব্য হয়েছে?

উত্তর: আদিনাথ শিব, মীননাথ শিব, পর্বতী, গোরক্ষনাথ, কানুপা, হাড়িপা, ময়নামতি ও গোপীচন্দ্রের কাহিনী প্রভৃতি।

প্রশ্ন: নাথ ধর্মে কয়জন গুরুর কথা জানা যায়?

উত্তর: ৯জন।

প্রশ্ন: লোক সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সংকলনের নাম কী?

উত্তর: ময়মনসিংহ গীতিকা।

প্রশ্ন: 'ময়মনসিংহ গীতিকা' কে সংগ্রহ করেন?

উত্তর: ড. দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকারী দলের মধ্যে ছিলেন–১. চন্দ্রকুমার দে ২. আশুতোষ চৌধুরী ৩. বিহারীলাল সরকার ৪. নগেন্দ্রচন্দ্র দে ৫. মনোরঞ্জন চৌধুরী ও ৬. জসীমউদ্‌দীন।

প্রশ্ন: 'ময়মনসিংহ গীতিকা'কত সালে কার সম্পাদনায় কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

উত্তর: ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। প্রকাশের পরে এটি ২৩টি ভাষায় অনুদিত হয়।

প্রশ্ন: উল্লেখযোগ্য ময়মনসিংহ গীতিকাগুলো কী কী?

উত্তর: ১. মহুয়া ২. মলুয়া ৩. কমলা ৪. চন্দ্রাবতী ৫. দেওয়ান ভাবনা ৬. রূপবতী ৭. দস্যু কেনারাম ৮. কঙ্ক ও লীলা ৯. কাজল রেখা ১০. দেওয়ানা মদিনা।

প্রশ্ন: 'মহুয়া' ও 'দেওয়ানা মদিনা' পালার রচিয়তা কে?

উত্তর: মহুয়া-দ্বিজ কানাই ও দেওয়ানা মদিনা-মনসুর বয়াতী।

প্রশ্ন: পূর্ববঙ্গ গীতিকার খণ্ড কয়টি?

উত্তর: তিনটি।

প্রশ্ন: উল্লেখযোগ্য পূর্ববঙ্গ গীতিকা গুলো কী কী?

উত্তর: নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, কমল সওদাগর, সুজা তনয়ার বিলাপ, চৌধুরীর লড়াই, ভেলুয়া, নুরুনেহা ও কবরের কথা, পরীবানুর হাঁহলা প্রভৃতি।

প্রশ্ন: ময়মনসিংহ গীতিকার একমাত্র মহিলা কবি কে?

উত্তর: চন্দ্রাবতী। তিনি মধ্যযুগের একমাত্র মহিলা কবি।

প্রশ্ন: ময়মনসিংহ গীতিকায় ময়মনসিংহের বাইরের আর কোন অঞ্চলের নাম রয়েছে?

উত্তর: বানিয়াচং। এটি তৎকালীন সিলেট এবং বর্তমান হবিগঞ্জ জেলায় অবস্থিত। উল্লেখ্য যে, এটি দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ গ্রাম।

কবিয়ালা ও শায়ের

প্রশ্ন: কবিগানের আদি গুরু কে?

উত্তর: গোঁজলা গুই।

প্রশ্ন: কবিগানের উল্লেখযোগ্য কবি কারা?

উত্তর: গোঁজলা গুই, ভবানী বেনে, রাসু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, রাম বসু ভোলাময়রা ও এন্টনি ফিরিঙ্গি।

প্রশ্ন: কে কবিওয়ালা হিসাবে সারা দেশে খ্যাতি লাভ করেন?

উত্তর: নিতাই বৈরাগী।

প্রশ্ন: বাংলা টপ্পাগানের জনক কে?

উত্তর: রামনিধিগুপ্ত। তিনি নিধুবাবু নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: বাংলা পাচালি গানের শক্তিশালী কবি কে?

উত্তর: দাশরথি রায়। তিনি দাশু রায় নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: এন্টনি ফিরিঙ্গি কে?

উত্তর: কবি গানের একমাত্র বিদেশী কবি এন্টনি ফিরিঙ্গি। তিনি ছিলেন জাতিতে পর্তুগিজ খ্রিষ্টান। পরে এদেশীয় হিন্দু বিধবা রমনী বিয়ে করে খাঁটি বাঙ্গালির ন্যায় জীবন ধারণ করেন।

প্রশ্ন: বটতলার পুঁথি কী?

উত্তর: কলকাতা বটতলা নামক স্থানে নিম্নমানের ছাপাখানায় কমমূল্যের কাগজে রচিত পুঁথিই বটতলার পুঁথি নামে পরিচিত। এগুলো দো-ভাষী পুঁথি নামেও পরিচিত।

প্রশ্ন: পুঁথিসাহিত্য ধারায় প্রথম কাব্য রচনার প্রচেষ্টা করেন কে?

উত্তর: পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার কবি কৃষ্ণদাস।

প্রশ্ন: তাঁর রচিত কাব্যের নাম কী?

উত্তর: 'রায়মঙ্গল'। তবে এটি সার্থক পুঁথিসাহিত্য নয়; প্রথম প্রচেষ্টা মাত্র।

প্রশ্ন: উল্লেখযোগ্য শায়ের কারা?

উত্তর: পুঁথি রচিয়তাদেরকে বলা হয় শায়ের। উল্লেখযোগ্য শায়ের হলেন- ফকির গরীবুল্লাহ, সৈয়দ হামজা, মোহাম্মদ দানেশ, মুহম্মদ মুনশী প্রমুখ।

প্রশ্ন: পুঁথিসাহিত্যের প্রথম সার্থক জনপ্রিয় কবি কে?

উত্তর: ফকির গরীবুল্লাহ।

প্রশ্ন: ফকির গরীবুল্লাহ রচিত কাব্যগুলোর নাম উলেখ করুন?

উত্তর: ১.ইউসুফ জোলেখা ২. আমীর হামজা (প্রথম অংশ) ৩. জঙ্গনামা ৪. সোনাভান ৫. সত্যপীরের পুঁথি।

প্রশ্ন: সৈয়দ হামজা রচিত উল্লেখযোগ্য পুঁথিগুলোর নাম কী?

উত্তর: মধুমালতী, আমির হামজা (২য়) জৈগুনের পুঁথি, হাতেম তাই ইত্যাদি।

প্রশ্ন: মোহাম্মদ দানেশ রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগুলো কী?

উত্তর: গুলবে-সানোয়ারা, চাহার দরবেশ, নুরুল ইমান।

প্রশ্ন: গাজী কালু চম্পাবতীর কাহিনী নিয়ে কে কে কাব্য রচনা করেন?

উত্তর: আব্দুল গফুর, আব্দুল হাকিম প্রমুখ কবি।

মর্সিয়া সাহিত্য

প্রশ্ন: 'মর্সিয়া' সাহিত্য কী?

উত্তর: 'মর্সিয়া' শব্দের অর্থ শোক গীতি। কারবালার বিষাদময় ঘটনাগুলো নিয়ে রচিত সাহিত্যই মর্সিয়া সাহিত্য নামে পরিচিত।

প্রশ্ন: মর্সিয়া ধারার প্রথম কবি কে?

উত্তর: শেখ ফয়জুল্লাহ।

প্রশ্ন: শেখ ফয়জুল্লাহর কাব্যের নাম কী?

উত্তর: জয়নবের চৌতিশা।

প্রশ্ন: দৌলত উজির বাহরাম খানের মর্সিয়া কাব্যের নাম কী?

উত্তর: জঙ্গনামা বা মুক্তল হোসেন। এটি কবির প্রথম রচনা।

প্রশ্ন: মুহম্মদ খানের কাব্যের নাম কী?

উত্তর: মুক্তল হোসেন।

প্রশ্ন: মর্সিয়া কাব্য 'শহীদ-ই-কারবালা' ও 'সখিনার বিলাপ' কে রচনা করেন?

উত্তর: জাফর।

প্রশ্ন: মর্সিয়া কাব্য 'কাশিমের লড়াই' ও ফাতিমার সূরতনামা' কে রচনা করেন?

উত্তর: কবি সেরবাজ। তিনি অষ্টাদশ শতকের কবি।

প্রশ্ন: হায়াত মাহমুদের 'জঙ্গনামা' কাব্যটি কোন ধরনের কাব্য?

উত্তর: মর্সিয়া কাব্য।

প্রশ্ন: মর্সিয়া সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য হিন্দু কবি কে?

উত্তর: রাধারমণ গোপ। তাঁর রচিত কাব্য দুটি হল- ইমামগণের কেচ্ছা, আফৎনামা।

প্রশ্ন: জঙ্গনামা কী?

উত্তর: যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে রচিত কাব্যই জঙ্গনামা নামে পরিচিত। ফকির গরীবুল্লা রচিত 'আমীর হামজা' এ শ্রেণির একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য।

প্রশ্ন: 'জঙ্গনামা' কাব্যের বিশিষ্ট কবি কারা?

উত্তর: দৌলত উজির বাহরাম খান, হায়াত মাহমুদ, মুহম্মদ খান প্রমুখ।

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আলোকে নিজেকে যাচাই করুন:

১। বাংলায় কুরআন শরীফের প্রথম অনুবাদক কে? (১০তম বিসিএস)
ক. কেশবচন্দ্র সেন খ. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন
গ. মাওলানা মনিরুজ্জামান ঘ. মাওলানা আকরাম খাঁ

২। পুঁথি সাহিত্যের লেখক- (১১তম বিসিএস)
ক. সৈয়দ হামজা খ. আবদুল হামিক
গ. ভারত চন্দ্র রায় ঘ. কাজী দৌলত

৩। কবিগান রচয়িতা এবং গায়ক হিসেবে এরা উভয়ই পরিচিত- (১২তম বিসিএস)
ক. রাম বসু এবং ভোলা ময়রা খ. এন্টনি ফিরিঙ্গি ও রামপ্রসাদ রায়
গ. সাবিরিদ খান ও দাশরথী রায় ঘ. অলাওল ও ভারত চন্দ্র

৪। বটতলার পুঁথি বলতে কী বুঝায়? (১২তম বিসিএস)
ক. মধ্যযুগীয় কাব্যের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি
খ. বটতলা নামক স্থানে রচিত কাব্য
গ. দোভাষী বাংলায় রচিত পুঁথি সাহিত্য
ঘ. অবিমিশ্র দেশজ বাংলায় রচিত লোকসাহিত্য

৫। মুসলমান কবি রচিত প্রাচীনতম বাংলা কাব্য- (১৩তম বিসিএস)
ক. ইউসুফ-জুলেখা খ. রসূল বিজয়
গ. নূরনামা ঘ. শবে মেরাজ

৬। 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন কে? (১৪তম বিসিএস)
ক. আলাওল খ. ফকীর গরীবুল্লাহ
গ. সৈয়দ হামজা ঘ. রেজাউদ্দৌলা

৭। বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন 'চর্যাপদ' এর আবিষ্কারক- (১৭তম বিসিএস)
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ. সুকুমার সেন

৮। হিন্দি 'পদুমাবৎ' এর অবলম্বনে 'পদ্মাবতী' কাব্যের রচয়িতা- (১৭তম বিসিএস)
ক. দৌলত উজির বাহরাম খান খ. সৈয়দ সুলতান
গ. আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ঘ. আলাওল

৯। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'-লাইনটি নিম্নোক্ত একজনের কাব্যে পাওয়া যায়- (১৭তম বিসিএস)
ক. মুকুন্দরাম চক্রবর্তী খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মদন মোহন তর্কালংকার ঘ. কামিনী রায়

১০। 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' কে বলেছেন? (২১তম বিসিএস)
ক. চণ্ডীদাস খ. বিদ্যাপতি
গ. রামকৃষ্ণ পরমহংস ঘ. বিবেকানন্দ

১১। 'ব্রজবুলি' বলতে কী বুঝায়? (২১তম বিসিএস)
ক. ব্রজধামে কথিত ভাষা খ. একরকম কৃত্রিম কবি ভাষা
গ. বাংলা ও হিন্দির যোগফল
ঘ. মৈথিলী ভাষার একটি উপভাষা

১২।'পদাবলীর প্রথম কবি কে? (২২ তম বিসিএস)
ক. শ্রীচৈতন্য খ. বিদ্যাপতি
গ. চণ্ডীদাস ঘ. জ্ঞানদাস

১৩। পদাবলী লিখেছেন- (২২ তম বিসিএস)
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঘ. কায়কোবাদ

১৪। পদ বা পদাবলী বলতে কী বুঝায়? (২২ তম বিসিএস)
ক. লাচাড়ী ছন্দে রচিত পদ্য বা কবিতাবলি
খ. পদ্যাকারে রচিত দেবস্তুতিমূলক রচনা
গ. বাউল বা মরমী গীতি
ঘ. বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গূঢ় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি

১৫। 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রণয়কাব্য অনুবাদ করেছেন- (২৩৩তম বিসিএস)
ক. দৌলত উজির রাহরাম খান খ. মাগন ঠাকুর
গ. আলাওল ঘ. শাহ্ মুহম্মদ সগীর

১৬। 'চাঁদ সওদাগর' বাংলা কোন কাব্যধারার চরিত্র? (২৩তম বিসিএস)
ক. চণ্ডীমঙ্গল খ. মনসামঙ্গল
গ. ধর্মমঙ্গল ঘ. অন্নদামঙ্গল

১৭।'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'-এ প্রার্থনাটি করেছেন- (২৩তম বিসিএস)
ক. ভাঁড়ুদত্ত খ. চাঁদ সওদাগর
গ. ঈশ্বরি পাটনী ঘ. নলকুবের

১৮। Ballad কী? (২৬তম বিসিএস)
ক. লোকগীতি খ. লোকগাথা
গ. গীতিকা ঘ. গাথা

১৯। 'মহুয়া' পালাটির রচয়িতা- (২৬তম বিসিএস)
ক. দ্বিজ কানাই খ. মনসুর বয়াতী
গ. নয়ন চাঁদ ঘ. দ্বিজ ঈষাণ

২০।'রূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোর' কার রচনা? (২৬তম বিসিএস)
ক. চণ্ডীদাস খ. জ্ঞানদাস
গ. বিদ্যাপতি ঘ. লোচনদাস

২১। 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'-এর রচয়িতা কে? (২৬তম বিসিএস)
ক. ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় খ. চণ্ডীদাস
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. ভারতচন্দ্র রায়

২২। 'শাহ্নামা' মৌলিক গ্রন্থটি কার? (২৬তম বিসিএস)
ক. মালিক মুহম্মদ জায়সী খ. ফেরদৌসী
গ. সৈয়দ হামজা ঘ. কাজী দৌলত উজির রাহরাম খান

২৩। 'তাজকেরাতুল আওলিয়া' অবলম্বনে 'তাপসমালা' কে রচনা করেন? (২৬তম বিসিএস)
ক. মুন্সী আব্দুল লতিফ খ. কাজী আকরাম হোসেন
গ. গিরিশচন্দ্র সেন ঘ. শেখ আব্দুল জব্বার

২৪। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কোন রাজসভার কবি? (২৬তম বিসিএস)
ক. আরাকান রাজসভা খ. কৃষ্ণনগর রাজসভা
গ. রাজা গণেশের রাজসভা ঘ. লক্ষ্মণসেনের রাজসভা

২৫। লৌকিক কাহিনীর প্রথম রচয়িতা কে? (২৭তম বিসিএস)
ক. আলাওল খ. কোরেশী মাগন ঠাকুর
গ. দৌলত কাজী ঘ. সৈয়দ সুলতান

২৬। চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে? (২৮তম বিসিএস)
ক. বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে
খ. আরাকান রাজ গ্রন্থাগার থেকে
গ. নেপালের রাজ গ্রন্থাগার থেকে
ঘ. সুদূর চীন দেশ থেকে

২৭। মঙ্গলযুগের সর্বশেষ কবির নাম কী? (২৮তম বিসিএস)
ক. বিজয় গুপ্ত খ. ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর
গ. মুকুন্দরাম ঘ. কানাহরি দত্ত

২৮। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের বড়ায়ি কী ধরনের চরিত্র? (২৮তম বিসিএস)
ক. শ্রী রাধার ননদিনী খ. শ্রী রাধার শাশুড়ি
গ. রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দূতী ঘ. জনৈক গোপবালা

২৯। বিদ্যাপতি কোথাকার কবি? (২৮তম বিসিএস)
ক. নবদ্বীপের খ. মিথিলার
গ. বৃন্দাবনের ঘ. বর্ধমানের

৩০। লোকসাহিত্য কাকে বলে? (২৮তম বিসিএস)
ক. গ্রামীণ নরনারীর প্রণয় সংবলিত উপাখ্যানকে
খ. লোক সাধারণের কল্যাণে দেবতার স্তুতিমূলক রচনাকে
গ. লোকের মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী, গান, ছড়া ইত্যাদি
ঘ. গ্রামের অশিক্ষিত ও অখ্যাত লোকের সৃষ্ট রচনাকে

৩১। বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? (২৯তম বিসিএস)
ক. কাহ্নপা খ. ঢেণ্ঢণপা
গ. লুইপা ঘ. ভুসুকুপা

৩২। প্রাচীনতম বাঙালি মুসলমান কবি কে? (২৯তম বিসিএস)
ক. আলাওল খ. সৈয়দ সুলতান
গ. শাহ মুহাম্মদ সগীর ঘ. মুহম্মদ খান

৩৩। কবি আলাওয়ালের জন্মস্থান কোনটি? (২৯তম বিসিএস)
ক. ফরিদপুরের সুরেশ্বর খ. চট্টগ্রামের জোবরা
গ. চট্টগ্রামের পটিয়া ঘ. বার্মার আরাকান

৩৪। 'ঠাকুরমার ঝুলি' কী জাতীয় রচনার সংকলন? (৩০তম বিসিএস)
ক. রূপকথা খ. ছোটগল্প
গ. গ্রাম্য গীতিকা ঘ. রূপকথা-উপকথা

৩৫। আলাওলের 'তোহফা' কোন ধরণের কাব্য? (৩১তম বিসিএস)
ক. আত্মজীবনী খ. প্রণয়কাব্য
গ. নীতিকাব্য ঘ. জঙ্গনামা

৩৬। 'শূন্যপুরাণ' রচনা করেছেন– (৩২তম বিসিএস)
ক. রামাই পণ্ডিত খ. শ্রীকর নন্দী
গ. বিজয় গুপ্ত ঘ. লোচন দাস

৩৭। চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? (৩৩তম বিসিএস)
ক. অক্ষরবৃত্ত খ. মাত্রাবৃত্ত
গ. স্বরবৃত্ত ঘ. আমিত্রাক্ষর ছন্দ

৩৮। কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে কখন? (৩৩তম বিসিএস)
ক. আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে
খ. ষোড়শ শতকের শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে
গ. সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকের প্রথমার্ধে
ঘ. উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে

৩৯। কবি গানের প্রথম কবি কে? (৩৩তম বিসিএস)
ক. গোঁজলা পুট খ. হরু ঠাকুর
গ. ভবানী ঘোষ ঘ. নিতাই বৈরাগী

৪০। বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলতে— (৩৪তম বিসিএস)
ক. ১১৯৯-১২৫০ পর্যন্ত
খ. ১২০১-১৩৫০ পর্যন্ত
গ. ১২৫০-১৩৫০ পর্যন্ত
ঘ. ১২৫০-১৪৫০ পর্যন্ত

৪১। মধ্যযুগের কবি নন কে? (৩৪তম বিসিএস)
ক. জয়নন্দী খ. বড়ু চণ্ডীদাস
গ. গোবিন্দ দাস ঘ. জ্ঞান দাস

৪২। বাংলা সাহিত্যের গঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে—বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ। (৩৪তম বিসিএস)
ক. ৪৫০-৬৫০ খ. ৬৫০-৮৫০
গ. ৬৫০-১২০০ ঘ. ৬৫০-১২৫০

৪৩। 'চর্যাপদ' কত সালে আবিষ্কৃত হয়? (৩৪তম বিসিএস)
ক. ১৮০০ খ. ১৮৫৭
গ. ১৯০৭ ঘ. ১৯০৯

৪৪। সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? (৩৫তম বিসিএস)
ক. লুইপা খ. শবরপা
গ. ভুসুকুপা ঘ. কাহ্নপা

৪৫। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি? (৩৫তম বিসিএস)
ক. নিরঞ্জনের রুষ্মা খ. গুপিচন্দ্রের সন্যাস
গ. দোহাকোষ ঘ. ময়নামতির গান

৪৬। 'হপ্ত পয়কর' কার রচনা? (৩৫তম বিসিএস)
ক. সৈয়দ আলাওল খ. জৈনুদ্দিন
গ. দীনবন্ধু মিত্র ঘ. অমিয় দেব

৪৭। মঙ্গল কাব্যের কবি নন কে? (৩৫তম বিসিএস)
ক. কানাহরি দত্ত খ. মানিক দত্ত
গ. ভারতচন্দ্র ঘ. দাশু রায়

উত্তরপত্র:

১	খ	২	ক	৩	ক	৪	ঘ
৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ
৯	খ	১০	ক	১১	খ	১২	গ
১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	খ
১৭	গ	১৮	গ	১৯	ক	২০	খ
২১	গ	২২	খ	২৩	গ	২৪	খ
২৫	গ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ
২৯	খ	৩০	গ	৩১	গ	৩২	গ
৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	গ	৩৬	ক
৩৭	খ	৩৮	ক	৩৯	ক	৪০	খ
৪১	ক	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	ঘ
৪৫	গ	৪৬	ক	৪৭	ঘ		

বাংলা সাহিত্য (আধুনিক যুগ)

অতুলপ্রসাদ সেন

(ঢাকা) গীতিকার ও কবি, ১৮৭১–১৯৩৪

তিনি বাংলা গানে সর্বপ্রথম ঠুমরি আমদানি করেন। 'তাঁর মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা'। গানটি ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের মনে উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলো।

অমিয় চক্রবর্তী

(শ্রীরামপুর) শিক্ষকতা, (১৯০১–১৯৮৬)

'বাংলাদেশ' : অমিয় চক্রবর্তীর 'অনিঃশেষ' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা। 'বাংলাদেশ' কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে (৮+১০ মাত্রা)রচিত?

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

(গাইবান্দা, গোহাটি) কথা সাহিহিত্যিক (১৯৪৩– ১৯৯৭) তাঁর রচিত প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম : উপন্যাস : চিলেকোঠার সেপাই (১৯৮৭) খোয়াবনামা (১৯৯৬), ছোটগল্প : অন্য ঘরে অন্য স্বর (১৯৭৬), খোঁয়ারি (১৯৮২), দুধভাতে উৎপাত (১৯৮৫)। তাঁর মহাকাব্যেচিত উপন্যাস 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' উভয়ই।

খোয়াবনমার বিষয় : গ্রাম বাংলার নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের জীবনালেখ্যসহ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, আসামের ভূমিকম্প, তেভাগা আন্দোলন, ১৯৪৩- এর মন্বন্তর, পাকিস্তান আন্দোলন ও সম্প্রাদায়িক দাঙ্গা ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপদান এ উপন্যাসে নিপুণ ভাবে উপস্থিত করা হয়েছে।

আনোয়ার পাশা

(কবি, কথাসাহিত্যি, শিক্ষাবিদ) (১৯২৮–১৯৭১)

তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্মগুলো : নীড় সন্ধানী (১৯৬৮), নিষুতি রাতের গাথা (১৯৬৮), রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭৩) এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

(বরিশাল, উলানিয়া) ১৯৩৪–

প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসগ্রন্থের নাম : চন্দ্রদ্বীপের উপাখ্যান (১৯৬০) প্রধান গ্রন্থগুলোর নাম : গল্পগ্রন্থ : সম্রাটের ছবি (১৯৫৯) সুন্দর হে সুন্দর (১৯৬০): আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর অমর কর্ম : ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে রচিত গান: আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি। এই গানটি প্রথম হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫৩) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়? সুরকার : আলতাফ মাহমুদ।

আবু ইসহাক

(শরীয়তপুর, শিরঙ্গল) ঔপন্যাসিক (১৯২৬-২০০৩)

তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থের নাম : সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫), উপন্যাস। বাংলাদেশের গ্রামজীবনের বিশ্বস্ত দলিল এই গ্রন্থ। বিশেষত গ্রামীণ মুসলমান জীবনের বিশ্বস্ত এবং আন্তরিক পরিচয় সমকালীন বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাঁর অন্যান্য গন্থের নাম ও ধরন : উপন্যাস : পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬), জাল (১৯৮৮) গল্পগ্রন্থ : হারেম (১৯৬২) মহাপতঙ্গ(১৯৬৩) সালে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত, তাঁর সম্পাদিত অভিধানটির নাম : সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান (১৯৯৩)। গল্পগ্রন্থ : গলির ধারের ছেলেটি (১৯৮১) এটি নিয়ে চলচ্ছিত্র হয়েছে।

আহমদ শরীফ

(চট্টগ্রাম, সুচক্র-দণ্ডী) শিক্ষাবিদ ও গবেষক, (১৯২১-৯৯) তাঁর প্রকাশিত উল্লোখযোগ্য প্রবন্ধ গবেষণা : বিচিত চিন্তা (১৯৮৬) কালিক ভাবনা (১৯৭৪) বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড ১৯৮৬, ২য় খণ্ড ১৯৮৩)।

আহসান হাবিব

(পিরোজপুর, শঙ্করপাশা) সাংবাদিক ও কবি (১৯১৭-৮৫) তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ রাত্রিশেষ (১৯৪৭), অন্যগ্রন্থ গুলো - কাব্যগ্রন্থ : ছায়া হরিণ (১৯৬২), সারা দুপুর (১৯৬৪), আশায় বসতি (১৩৮১), মেঘ বলে চৈত্রে যাবো (১৯৭৬)। 'ধন্যবাদ' তাঁর রচিত কবিতা।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

(সিরাজগঞ্জ) (১৮৮০–১৯৩১)

উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ : অনল প্রবাহ (১৯০০), স্পেনবিজয় কাব্য (১৯১৪); উপন্যাস : তারা-বাঈ (১৯০৮), রায়নন্দিনী (১৯১৮) প্রবন্ধ : স্বজাতি প্রেম (১৯০৯) স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা (১৯১৬)।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

(কাঁচড়াপাড় গ্রাম) যুগসন্ধির কবি (১৮১২–১৮৫৯)

তিনি সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১ সাপ্তাহিক; ১৮৩৯ দৈনিক) এর সম্পাদক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। 'দৈনিক সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩৯) বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক পত্রিকা। তাঁর রচনা রীতির বিশেষত্ব : ব্যঙ্গ বিদ্রূপ এবং দেশ ও সমাজভাবনা। বাংলা সাহিত্যে যুগসন্ধিকাল ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দ। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকা : সংবাদ রত্নাবলী, সংবাদ সাধুরঞ্জন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

তিনি ২৬.০৯.১৮২০ সালে মেদিনীপুর জেলায় বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। পৈতৃক পদবি : বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃত কলেজ থেকে তাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দেয়া হয়। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে স্বাক্ষর করতেন। তিনি জনশিক্ষা ও শিশুশিক্ষা প্রসারকল্পে বাঙালির জন্য, বোধোদয় (১৮৫১), বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ (১৮৫৫), কথামালা (১৮৫৬), আখ্যান মঞ্জুরী (১৮৬৩) নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর কয়েকটি মৌলিক রচনার মধ্যে : অতি অল্প হইল, আবার অতি অল্প হইল অন্যতম। তাঁর 'শকুন্তলা গ্রন্থের পরিচয় : প্রাচীন সংস্কৃত মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান সকুন্তলম' নাটক অবলম্বনে ১৮৫৪ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লিখে নাম দেন 'শকুন্তলা'। ২৬ শে জুলাই ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিনত হয়। তিনি বাংলা গদ্যের জনক হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি তার গদ্যে 'উচ্চবচন ধ্বনিতরঙ্গ' ও 'অনতিলক্ষ্য ছন্দঃস্রোত' এর সৃষ্টি করেন। তিনি বাংলা গদ্যে যতি বা বিরামচিহ্ন প্রথম স্থাপন করেন। তার কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম : বেতাল পঞ্চবিংশতি' 'শকুন্তলা' 'ভ্রান্তিবিলাস' ইত্যাদি।তার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) তাঁর প্রভাবতী সম্ভাষণ (১৮৯২) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক গদ্য। বিদ্যাসাগর রচিত ব্যাকরণগ্রন্থের নাম: ব্যাকরণ কৌমুদী। 'শকুন্তলা'র নায়কের নাম দুষ্মন্ত। প্রথম প্রকাশিত হয় : ১৮৫৪ সালে। রাজা দুষ্মন্তের রাজপ্রাসাদের নারীরা উদ্যানলতা, আর শকুন্তলা-অনসূয়া-প্রিয়ংবদাকে বনলতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। নীবার শব্দের অর্থ : তৃণধান্য। শকুন্তলার সহচরীর নাম : অনসূয়া ও প্রিয়বদা। 'মহর্ষি অতি অবিবেচক' উক্তিটি দুষ্মন্তের। 'সমভিব্যাহার' শব্দে চার টি উপসর্গ আছে। 'শরাসনে সংহিত শর আশু প্রতিসংহার করুন' এটি সরল বাক্য।

এস ওয়াজেদ আলি

তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নামঃ- প্রবন্ধঃ জীবনের শিল্প (১৯৪১), প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (১৯৪৩), ভবিষ্যতের বাঙালি (১৯৪৩)। ১৯৭৪ সালে দেয়া হয়। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে নজরুলকে একুশে পদক প্রদান করেন। ২৯শে আগস্ট, ১৯৭৬ / ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ তিনি মৃত্যু বরন করেন।

কাজী মোতাহার হোসেন

কাজী মোতাহার হোসেনের জীবনের অন্যতম কীর্তি : ঢাকায় 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ' প্রতিষ্ঠা।

কায়কোবাদ

জন্ম : ১৮৫৭ সালে। প্রকৃত নাম : কাজেম আল কোরেশী। মাত্র তের বছর বয়সে 'বিরহ-বিলাপ' (১৮৮০) লিখে তাঁর কবিত্ব শক্তির বিকাশ ঘটে। এটি তার প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। তিনি আধুনিক বাংলাসাহিত্যে প্রথম মুসলিম কবি।

তাঁর 'মহাশ্মশান' গ্রন্থটির পরিচয় : কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'মহাশ্মশান' (১৯০৫) কব্যটি ধারাবাহিকভাবে মহম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত 'কোহিনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। কাব্যের তিনটি খণ্ড- প্রথম খণ্ড ২৯ সর্গ, দ্বিতীয় খণ্ড ২৪ সর্গ, তৃতীয় খণ্ড ৭ সর্গ বিশিষ্ট। তাঁর অন্যান্য কাব্য গন্থের নাম : 'কুসুম কানন' (১৮৭৩), 'শিবমন্দির' (১৯২১), 'অমিয়ধারা' (১৯২৩) প্রভৃতি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

জন্ম : কলকাতার জোড়াসাঁকোয়, ১৮৪০ সালে। যে দুটি গ্রন্থের জন্য অমর : 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'(১৮৬২),'সংস্কৃত মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ (১৮৬৬)। 'হুতোম প্যাঁচার পরিচয় : কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'য় অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে সে যুগের সমাজজীবনের ক্ষত চিহ্নের যথার্থ ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

গোলাম মোস্তফা

তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো : রক্তরাগ (১৯২৪), খোশরোজ (১৯২৯), কাব্যকাহিনী (১৯৩২) বুলবুলিস্তান (১৯৪৯) বনি আদম (১৯৫৮) গদ্যগ্রন্থ : বিশ্বনবী।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান

তিনি দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া ও গর্ভনমেন্ট গেজেট প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। সমাচার দর্পণ এর পরিচয় : এটি (১৮১৮) শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত জন ক্লার্ক মার্শম্যান সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা।

জসীম উদ্দিন

জন্ম : ১লা জানুয়ারি, ১৯০৩। তঁকে পল্লীকবি বলা হয়। 'কবর' কবিতা তাঁর ছাত্রাবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। এটি প্রথম কল্লোল পত্রিকায় ছাপা হয়। 'কবর' তাঁর 'রাখালী' কাব্যভুক্ত কবিতা। তাঁর বিখ্যাত গাথাকাব্যগুলো : নকসী কাঁথার মাঠ (১৯২৯), সোজন বাদিয়ার ঘাট (১৯৩৪), মা যে জননী কান্দে (১৯৬৩) ইত্যাদি। জনপ্রিয় খণ্ড কবিতা : রাখালী (১৯২৭), বালুচর (১৯৩০), ধানখেত (১৯৩৩), কান্না (১৯৫৮) ভ্রমণকাহিনী : চলে মুসাফির (১৯৫২) হলদে পরীর দেশ (১৯৬৭)। শিশুতোষ গ্রন্থ : হাসু (১৯৩৮) এক পয়সার বাশী (১৯৫৬) ডালিমকুমার (১৯৫১)। নাটক : বেদের মেয়ে (১৯৫১) মধুমালা (১৯৫১)। একমাত্র উপন্যাস : বোবা কাহিনী (১৯৬৪)। গানের সংকলন : রঙ্গিলা নায়ের মাঝি (১৯৩৫)। নকসী কাঁথার মাঠ ইংরেজীতে `Field of the Embroidery Quilt' / E.M. Millford. নামে অনুদিত ও প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন : ই. এম. মিলফোর্ড।

কবর কবিতা থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : 'কবর' ১১৮ পঙক্তি বিশিষ্ট কবিতা। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অব লিটারেচার' উপাধি দিয়েছেল। 'জোড়া মানিকেরা ঘুমায়ে রয়েছে এইখানে তু-ছায়' এই জোড়ামানিক বৃদ্ধের : পুত্র ও পুত্রবধূ। 'দেড়ী' শব্দের অর্থ : দেড় গুণ। 'ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে' পঙক্তিটি কবর কবিতার।

দীনবন্ধু মিত্র

জন্ম : ১৮৩০ সালে। তাঁর নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত নীল চাষীদের দুরবস্থা অবলম্বনে রচিত নাটকের নাম : নীল-দর্পণ (১৮৬০)। নীল-দর্পণকে বাংলাদেশের নাটক বলা হয়, কারন : নাটকটির কাহিনি মেহেরপুর অঞ্চলের, দীনবন্ধু ঢাকায় অবস্থানকালে তা রচনা করেন। নাটকটি প্রথম প্রকাশ হয় ঢাকার বাংলা প্রেস থেকে এবং প্রথম মঞ্চস্থ ও হয় ঢাকাতে। ইংরেজি শিক্ষিত নব্য যুবকদের মদ্যপান ও বারবণিতা সঙ্গকে ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসন : সধবার একাদশী (১৮৬৬)। সমাজের প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ করে তাঁর রচিত প্রহসনের নাম : বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৮৬৬)। তাঁর রচিত অপরাপর নাটক গুলোর নাম : নবীন তপস্বিনী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২) কমরে কামিনী (১৮৭৩) ইত্যাদি।

নির্মলেন্দু গুণ

তার প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : প্রেমাংশুর রক্ত চাই (১৯৭০), না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২), দূর হ দুঃশাসন (১৯৮৩)।

নীলিমা ইব্রাহিম

তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো : প্রবন্ধ-গবেষণা : শরৎ প্রতিভা (১৯৬০) উপন্যাস : বিশ শতকের মেয়ে (১৯৫৮), বহ্নিবলয় (১৯৮৫)।

নুরুল মোমেন

তাঁর রচিত নাটক গুলোর মধ্যে অন্যতম : নেমেসিস (১৯৪৮) নয়া খান্দান (১৯৬২)। নেমেসিস উল্লেযোগ্য কারন : এক চরিত্র বিশিষ্ট এমন নাটক বাংলা সাহিত্যে কম। 'নেমেসিস' নাটকের পরিচয় : নুরুল মোমেনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'নেমেসিস' ১৯৩৯-৪৩ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নুরুল মোমেন ১৯৪৪ সালে নাটকটি লেখেন।

পঞ্চানন কর্মকার

তাঁকে বাংলা মুদ্রাক্ষরের জনক বলা হয়।

প্রমথ চৌধুরী

তিনি বিরবল ছদ্ম নাম ব্যবহার করে অনেক রচনা প্রকাশ করেন। তাঁকে বাংলা গদ্যের চলিত রীতি প্রবর্তক বলা হয়। তিনি সবুজপত্র মাসিক পত্রিকাটি সম্পাদনা করে প্রভুত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থগুলোর নাম : তেল নুন লকড়ি (১৯০৬),

বীরবলের হালখাতা (১৯১৬), নানাকথা (১৯১৯), রায়তের কথা (১৯২৬)। 'সুশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই স্বশিক্ষিত' উক্তিটি : প্রমথ চৌধুরীর। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম : সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩) পদাচারণ (১৯১৯) গল্পগ্রন্থ : চার ইয়ারী কথা (১৯১৬) নীললোহিত ও গল্পসংগ্রহ (১৯৪১) তাঁর মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষকে আনন্দদান করা। রোদ্যাঁ : ফরাসি ভাস্কর 'সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয় গুরুর হতের বেতও নয়' এ অংশটি সাহিত্যে খেলা রচনার অন্তর্গত। 'মন উঁচুতেও উঠতে চায়, নীচুতেও নামতে চায় - এই বাক্যটি প্রমথ চৌধুরীর লেখায় আছে। 'সাহিত্যে মানবত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে- এই উক্তিটি প্রমথ চৌধুরীর। 'কুশীলব' অর্থ : অভিনেতা।

প্যারীচাঁদ মিত্র

জন্ম : ২২শে জুলাই, ১৮১৪ ইং তাঁর রচিত কথিত প্রথম উপন্যাসের নাম : আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৭)। তাঁকে বাংলা উপন্যাস রচনার পথিকৃৎ বলা হয়। তিনি টেকচাঁদ ঠাকুর নামে সাহিত্য রচনা করতেন। তাঁর রচিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম : মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)।

ফররুখ আহমদ

জন্ম : ১০ই জুন ১৯১৮। তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম : সাত সাগরের মাঝি (১৯৪৪)। তাঁর রচিত কাব্যনাট্যের নাম : নৌফেল ও হাতেম (১৯৬১)। সনেট সংকলনের নাম : মুহূর্তের কবিতা (১৯৬৫)। শিশুতোষ গ্রন্থ : পাখির বাসা (১৯৬৫) কাহিনীকাব্য : হাতেমতায়ী চতুরঙ্গ। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : সাড়া (১৯৩০) তিথিডোর (১৯৪৯)। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক : তপস্বী ও তরঙ্গিণী (১৯৬৬) তাঁর রচিত অনুবাদ কাব্যগুলো : কালিদাসের মেঘদূত, বোদলেয়ার : তার কবিতা, হেভালিনের কবিতা, রাইনের মরিয়া রিলকের কবিতা।

মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ

মনোএলের ব্যাকরণ কি :মনোএলের আগে কেই বাংলা ভাষার ব্যাকরণ লেখেন নি। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন শহরে রোমান লিপিতে মনোএল দুটি বাংলা গ্রন্থ রচনা ও মুদ্রণ করেন। গ্রন্থ দুটি হলো : কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ এবং ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই পোরতুগিজ। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ ভোকাবুলিরও এম ইদিওমা বেনগল্লা ই গোরতুগিজ মূলত অভিধান গ্রন্থ। তবুও এই গ্রন্থেই মনোএল অতি সংক্ষেপে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ একটি অধ্যায় সংযোজন করেন। এটাকেই মনোএলের ব্যাকরণ বলে এবং এ কারনেই তিনি বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। **'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদে'র পরিচয়** : 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (১৭৩৫) মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ নামক পর্তুগিজ খ্রিষ্টান মিশনারি কর্তৃক রচিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ। ১৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে লিসবন শহর থেকে রোমান লিপিতে মুদ্রিত হয়। গুরুশিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টধর্ম্মের মহিমা কীর্তন এই গ্রন্থের লক্ষ্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

তিনি ২৫ জানুয়ারি, ১৮২৪ সালে সাগরদাঁড়ি, যশোর জেলায় জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ : Captive Lady. তাঁর রচিত প্রথম বাংলা গ্রন্থ : শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নাটক। তাঁর রচিত প্রহসনগুলোর নাম : একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৫৯) ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৫৯)। তাঁর অন্যান্য বাংলা নাটক : পদ্মাবতী (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)। তাঁর **'বীরাঙ্গনা কাব্য' গ্রন্থের পরিচয়** : 'বীরাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬২) পত্রকাব্য। পত্রাকারে এ ধরনের কাব্য বাংলা সাহিত্যে এটাই প্রথম। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক সম্পর্কে : এ নাটকে মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা করেন। তিনি বাংলা কাব্য সাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা। বাংলা ভাষায় চতুর্দশপদী কবিতাবলি (১৮৬৬) সনেট রচনায় তাঁর কৃতিত্ব প্রথম। তিনি হোমারের 'ইলিয়াড' -এর উপাখ্যান অবলম্বন করে বাংলা গদ্যে 'হেকটর বধ (১৮৭১) রচনা করেন। তাঁর **'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সম্পর্কে** : মাইকেল মধুসুদন দত্ত রচিত ১০২ টি সনেটের সংকলন। তাঁর আগে বাংলা সনেট বা সনেটগ্রন্থ রচিত হয়নি। তাঁর **'বঙ্গভাষা' সনেটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ** : সনেট ২ প্রকার। 'বঙ্গভাষা' বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট। 'পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ' এর পরের পঙক্তি হবে - পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি। কেলিনু শৈবালে, ভুলি 'কমল-কানন' -এখানে শৈবাল' ও 'কমল-কানন' বলতে বোঝানো হয়েছে - পরভাষা ও মাতৃভাষা। 'ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন' - কার ভাণ্ডারে ? বাংলা ভাষার। সনেটের পূর্বসংখ্যা ২ টি। 'বঙ্গভাষা' কবিতাটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর রচিত প্রথম গল্পের নাম : 'অতসী মামী' ।যৌনাকাঙ্খার সঙ্গে উদর পূর্তির সমস্যা ভিত্তিক তাঁর রচনার নাম : পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলোর নাম : দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫) পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬) পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), সোনার চেয়ে দামী (১৯৫১)।
তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থলোর নাম : অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮)সরীসৃপ (১৯৩৯)। ভিখু ও পাচি তাঁর প্রাগৈতিহাসিক গল্পের পাত্র-পাত্রী। পদ্মানদীর মাঝি নিয়ে গৌতম ঘোষ চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। শশী ও কুসুম পুতুলনাচের ইতিকথা উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : পদ্মনদীর মাঝিকে বলা আঞ্চলিক উপন্যাস। 'ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্র পল্লীতে' উক্তিটি পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের। হোসেন মিয়া পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের চরিত্র। 'কুবের' এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। 'একখানা গীত ক দেখি কুবির' কে বলেছে- গণেশ। এ উপন্যাসে পদ্মাপাড়ের আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেন

মীর মশাররফ হোসেন ১৩ নভেম্বর ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্টিয়া জেলার লাহিনী পাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, কাব্য ও প্রবন্ধ রচনা করে আধুনিক যুগে মুসলিম রচিত বাংলা সাহিত্যে সমৃদ্ধ ধারার প্রবর্তন করেন। কারবালার বিষাদময় ঘটনা নিয়ে লেখা বৃহৎ উপন্যাস **'বিষাদসিন্ধু' (১৯৮১)** তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি তিন খণ্ডে বিভক্ত-মহররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব ও এজিদ বধ পর্ব। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উপন্যাস গুলো হল: রত্নাবতী (১৯৬৯), উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), গাজী মিয়ার বস্তানী (১৯০০), ইসলামের জয়। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর অধিকাংশ আত্মজীবনীমূলক।
বসন্তকুমারী (১৮৭৩), জমিদার দর্পণ (১৮৭৩), মদিনার গৌরব ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটক ও প্রহসন।
গো-জীবন (১৮৮৯), আমার জীবনী (১৯০৮), বিবি কুলসুম বা আমার জীবনীর জীবনী (১৯১০) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ গ্রন্থ। মীর মশাররফ হোসেন ১৯১১ সালের ১৯ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তিনি ১৮৬১ সালের ৭ই মে, ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ, কলকাতার জোড়াসাঁকো নামক স্থানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। তাঁর পিতা : মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মাতা : সারদা দেবী। মাত্র তের বছর বয়সে তাঁর প্রথম কবিতা 'হিন্দুমেলার উপহার' অমৃতবাজার প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থের নাম : কবিকাহিনী (১৮৭৮),দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ : বনফুল (১৮৮০) তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস : বৌ ঠাকুরাণীর হাট (১৮৮৩)। তাঁর প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প : ভিখারিণী (১৮৭৪) তাঁকে বাংলা ছোটগল্পের জনক বলা হয়। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ : বিবিধপ্রসঙ্গ (১৮৮৩)। আর্জেন্টিনার ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো তাঁকে রবীন্দ্রনাথ বিজয়া নাম দেন। তাঁকে রবীন্দ্রনাথ পূরবী (১৯২৫) কাব্য উৎসর্গ করেন। প্রথম জীবনে তাঁর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবিতা : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। তিনি ১৯০১ সালে পুরোপুরি ভাবে 'শান্তিনিকেতনে' বসবাস শুরু করেন। ১৯২১ সালে 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্য ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়। কবি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে তা বর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ১৯৩৬ সালে ডি-লিট উপাধি প্রদান করেন। রবীঠাকুরের প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলো : সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালী (১৩০৩), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), গীতাঞ্জলি (১৯১০), বলাকা (১৯১৫), পূরবী (১৯২৫)। 'সঞ্চয়িতা' (১৯৩১) রবীন্দ্রনাথকৃত নিজ কবিতার সংকলন। 'গীতাঞ্জলি' তাঁর ১৫৭ টি গানের সংকলন। 'শেষলেখা' রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত শেষ কাব্যগ্রন্থ (১৯৪১)। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস : চোখের বালি (১৯০৩), গোরা (১৯১০), চতুরঙ্গ (১৯২৬), ঘরে-বাইরে (১৯১৬), চার অধ্যায় (১৯৩৪)। 'গোরা' উপন্যাসের পরিচয় : 'গোরা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৃহত্তম এবং অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ট উপন্যাস। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যসের পরিচয় : 'ঘরে-বাইরে' চলিতভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস। তাঁর নষ্টনীড় উপন্যাস ধর্মী ছোটগল্প, চতুরঙ্গ ছোট গল্পধর্মী উপন্যাস। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম : বিসর্জন (১৮৯১), রাজা (১৯১০), ডাকঘর (১৯১২), অচলায়তন (১৯১২), চিরকুমার সভা (১৯২৬), রক্তকবরী (১৯২৬), তাসের দেশ (১৯৩৩) ইত্যাদি। 'ডাকঘর' রূপক সাংকেতিক নাটক। 'রক্তকবরী' রবীন্দ্রনাথের একটি সাংকেতিক নাটক। তাঁর গদ্যরচনা 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) সম্পর্কে : এই ক্ষুদ্র কিন্তু অসামান্য প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা ও ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচনা ও মানবতার প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশিত। 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৩) রবীন্দ্রনাথের রচিত ধর্মচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগ্রন্থ : পঞ্চভূত (১৮৯৭), বিচিত্রপ্রবন্ধ (১৯০৭), সাহিত্য (১৯০৭), মানুষের ধর্ম (১৯৩৩), কালান্তর (১৯৩৭), সভ্যতার সংকট (১৯৪১) ইত্যাদি। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ 'সভ্যতার সংকট প্রবন্ধে তিনি এ কথা বলেছেন। 'ছিন্নপত্র' তাঁর ভ্রাতুস্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা (১৯১২)। তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের নাম : জীবন স্মৃতি (১৯১২)। তিনি কাজী নজরুলকে তাঁর বসন্ত গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন। তাঁর সম্পাদনায় উল্লেখযোগ্য পত্রিকা : সাধনা (১৮৯৪), ভারতী (১৮৯৮)। বাংলা সাহিত্যে প্রথম মানস্তাত্ত্বিক উপন্যসের নাম : চোখের বালি, এর প্রধান চরিত্র : মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, বিনোদিনী প্রমুখ। 'পুনশ্চ' দিয়ে তাঁর গদ্যকবিতা রচনা শুরু। রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। এই গানটি তাঁর গীতবিতানের স্বরবিতান অংশভুক্ত। এই গানের সুরকার : রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বাংলাদেশের কোন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে এই গানের ৪ পঙক্তি বাদ্যযন্ত্রে বাজানো হয়। রবীন্দ্র গল্পে পদ্মাপারের মানুষের জীবনচিত্র এবং সাধারণ মনুষের সুখদুঃখ, বিরহমিলন প্রধানভাবে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম 'বিশ্বকবি' অভিধায় অভিষিক্ত করেন – পণ্ডিত রোমান ক্যাথলিক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলোকে বলেছেন : শেষ বয়সের প্রিয়া। তিনি ভানুসিংহ ঠাকুর ছদ্মনামে লিখতেন। তিনি ১৮৯২ সালে কুষ্টিয়ার শিলাইদহ আসেন। এ সময় তিনি 'সোনারতরী' কাব্য রচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ১৯২৬ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তিনি প্রথম বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতার শিরোনাম ছিল : The Meaning of Art. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের জগন্নাথ হলের ছাত্রদের অনুরোধে তিনি বাসন্তিকা নামের সমাজে নারীর স্থান সম্পর্কিত মূল্যবান নিবন্ধ গ্রন্থ। তাঁর পথের দাবী রাজনৈতিক উপন্যাস। গল্পকার হিসেবে তাঁর মহেশ, বিলাসী গল্পগুলো খ্যাত। তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয় তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম এটা শরৎচন্দ্রের লেখা। 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতোটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে' উক্তিটি বিলাসী গল্পে আছে। 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের লোভী খুড়া মৃত্যুঞ্জয়কে অন্নপাপের জন্য দায়ী করেছে। 'অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে'। বিলাসী রচনার অংশ।

শহীদুল্লা কায়সার

তিনি সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫) উপন্যাস দুটো লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। 'সারেং বৌ' উপন্যাসের পরিচয় : এতে বাংলাদেশের সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনপদের বিশ্বস্ত চিত্র আছে। 'সংশপ্তক' : সংশপ্তক শব্দটি মহাভারতের। এর অর্থে বোঝায়, যে সৈনিকেরা জীবনমরণ পণ করে যুদ্ধে লড়ে। পালিয়ে আসে না। শহীদুল্লা কায়সার এ ধরনের চেতনাকে ধারণ করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কাল থেকে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পূর্বকাল অবধি বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন ও রূপান্তর উপন্যাস 'সংশপ্তকে' (১৯৬৫) ধারণ করেছেন।

শামসুর রাহমান

তাঁর ডাক নাম বাচ্চু । মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো নাম : 'প্রথম গান' (১৯৬০), রৌদ্র করোটিতে (১৯৬৩), বিধ্বস্ত নীলিমা (১৯৬৭), বন্দীশিবির থেকে (১৯৭২), বালাদেশ স্বপ্ন দ্যাখ (১৯৭৭), উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ (১৯৮২), বুক বাংলাদেশের হৃদয় (১৯৮৮)। উপন্যাস : অক্টোপাস (১৯৮৩), প্রবন্ধ: আত্মস্মৃতি: স্মৃতির শহর (১৯৭৯)। তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতার নাম : স্বাধীনতা তুমি, তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা। 'সফেদ' সাদা (পারসি শব্দ)।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

তিনি 'ছন্দের রাজা' ও ছন্দের যাদুকর' হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো নাম : বেণু ও বীণা (১৯০৬), কুহু ও কেকা (১৯১২) অভ্র আবীর (১৯১৬), হসন্তিকা (১৯১৯), বিদায় আরতি (১৯২৪)। অনুবাদকাব্য : তীর্থরেণু (১৯১০)।

সেলিম-আল-দ্বীন

আসল নাম ডঃ মঈনুদ্দিন আহম্মদ। তিনি ঢাকা থিয়েটারের সাথে যুক্ত এবং 'গ্রাম থিয়েটার' এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ 'নাটক ও নাট্যতত্ত্ব' বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটক গুলো হচ্ছে : কীর্ত্তন খোলা, কেরামত মঙ্গল, হাত হদাই, মুন্তাসির ফ্যান্টাসি, জণ্ডিস ও বিবিধ বেলুন, যৈবতী কন্যার মন, প্রাচ্য, চাকা, বনপাংশুল ইত্যাদি।

সিকানদার আবু জাফর

তিনি মাসিক সমকাল পত্রিকা সম্পাদনা করে স্মরণীয় হয়েছেন। তাঁর রচিত সংগ্রামের বিখ্যাত গান : 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই'। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলির নাম : প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫), বৈরীবৃষ্টিতে (১৯৬৫), তিমিরান্তক (১৯৬৫)। নাটক : শকুন্ত উপাখ্যান (১৯৫৮), সিরাজউদ্দৌলা (১৯৬৫), মহাকবি আলওল (১৯৬৫)।

সুকান্ত ভট্টাচার্য

তাঁকে কিশোরকবি বলা হয়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম : ছাড়পত্র (১৯৫৪), ঘুম নেই (১৯৫৭), পূর্বভাস (১৯৫৪), পঞ্চাশের মন্বন্তর উপলক্ষ করে তিনি 'আকাল' সাহিত্য সংকলন করেন। তাঁর 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার মূল বৈশিষ্ট্য : যৌবনের উদ্দীপনা , সাহসিকতা। এ কবিতার শেষ পঙক্তি – 'এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে'।

আল মাহমুদ

প্রকৃত নাম : মির আব্দুল শুকুর আল মাহমুদ। প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ : সোনালী কাবিন (১৯৭৩) প্রধান কাব্য গ্রন্থ : লোক লোকান্তর (১৯৬৩) কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩), আদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না (১৯৮০), গল্পগ্রন্থ : পানকৌড়ির রক্ত (১৯৭৫) উপন্যাস : ডাহুকী (১৯৯২) ।সোনালীকাবিন কাব্য গ্রন্থের পরিচয় : আল মাহমুদের কবি-প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছিল ' সোনালী কাবিন' (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থ। এই গ্রন্থে বিভিন্ন শিনোনামের কবিতার সঙ্গে 'সোনালী কাবিন' নামে চৌদ্দটি সনেটের সমন্বয়ে একটি দীর্ঘ কবিতাও অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীনতা-উত্তরকালে তিনি দৈনিক গণকণ্ঠ (অধুনালুপ্ত)পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

আলাউদ্দিন আল আজাদ

তাঁর প্রথম প্রকাশিত গন্থের নাম জেগে আছি (১৯৫০) গল্পগ্রন্থ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ : জেগে আছি (১৯৫০) ধানকন্যা(১৯৫১) ,উপন্যাস : তেইশ নম্বর তৈলচিত্র (১৯৬০) কর্ণফুলি (১৯৬২) 'কর্ণফুলী' উপন্যাসের পরিচয় : আলাউদ্দিন আল-আজাদের 'কর্ণফুলী' (১৯৬২) পাহাড়-সমুদ্র ঘেরা একটি বিশেষ জনপদের উপন্যাস। স্মৃতিস্ত ম্ভ কবিতাটি লিখে তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন। স্মৃতিস্তম্ভ মানচিত্র কাব্যগ্রন্থের অর্ন্তভুক্ত।

আবুল ফজল

তিনি মুসলিম সাহিত্য সমাজ সংগঠনের পতিষ্ঠাতা ছিলেন ১৯২৬ সালে। তিনি সাহিত্য সমাজের অন্যতম কর্ণধার হিসেবে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলন গড়ে তোলেন। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের মূল কথা ছিল : 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ঠ, মুক্তি সেখানে অসম্ভব। তাঁর প্রধান রচনাবলির নাম- উপন্যাস : চৌচির (১৯৩৪) রাঙ্গা প্রভাত (১৩৬৪)।

আবুল মনসুর আহমদ

তিনি ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ সালে জন্ম গ্রহন করেন। তাঁর উল্লোখযোগ্য রচনা বলী- উপন্যাস : সত্যমিথ্যা (১৯৫৩) জীবনক্ষুধা (১৯৫৫), অবে হায়াত (১৯৬৮) ,গল্পগ্রন্থ : আয়না (১৯৩৫) ফুড কনফারেন্স (১৯৪৪) আসমানী পর্দা (১৯৬৪), রাজনীতিবিষয়ক গ্রন্থ : আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯) নজরুল ইসলাম আবুল মনসুর আহমদের আয়না গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি ব্যঙ্গধারার সাহিত্য রচনা করেন।

আরজ আলী মাতুব্বর

তাঁর জন্ম বরিশালের লামচারি গ্রামে। তিনি লৌকিক দার্শনিক হিসেবে খ্যাত ছিলেন তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ গুলির মধ্যে অন্যতম: সত্যের সন্ধান (১৯৭৩), সৃষ্টি রহস্য(১৯৭৮) তিনি তাঁর জন্ম স্থান লামচারি গ্রামে আরজ মঞ্জিল পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন।

আশরাফ সিদ্দিকী

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ গুলো: তালেব মাস্টার ও অন্যান্য কবিতা (১৯৫০); কাব্যগ্রন্থ, লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থাবলি: লোকসাহিত্য (১৯৬৪), কিংবদন্তীর বাংলা (১৯৭৫), শুভ নবনর্ষ (১৯৭৭), লোকায়ত বাংলা (১৯৭৮), আবহমান বাংলা (১৯৮৭),

উইলিয়াম কেরী

উইলিয়াম কেরীর জন্ম ১৭-০৮-১৭৬১। তিনি টমাস জোনসের কাজ থেকে গ্রিক,ল্যাটিন ভাষা এবং বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভুগোল প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি ১৮০০ সালের ১০ই জানুয়ারী শ্রীরামপুর ব্যাপিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮০০ সালের ১৮ই মার্চ 'ম্যাথু রচিত সমাচার' এর প্রথম পৃষ্ঠা বাংলা ভাষায় মুদ্রিত করেন। ১৮০১ সালে মে মাসে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কথোপকথন (১৮০১) ও ইতিহাসমালা (১৮১২) তাঁর নিজস্ব রচনা। 'কথোপোকথন' এর পরিচয় : একাধিক মানুষের মুখের সাধারণ কথা বা কথোপকথন বা ডায়লগ এ গ্রন্থের উপজীব্য। 'ইতিহাসমালা' এর পরিচয় : 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) উইলিয়াম কেরি সঙ্কলিত বিভিন্ন বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সংগ্রহ। আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের এটি প্রথম গল্পসংগ্রহ। গল্পগুলি বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কেরি রচিত ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণের নাম এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৮০১)।

কাজী নজরুল ইসলাম

তিনি ১১ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ বাংলা (২৪ শে মে ১৮৯৯ ইং) সালে পশ্চিম বঙ্গের চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহন করেন। বার বছর বয়সে তিনি লেটোর দলে যোগ দেন এবং পালা গান রচনা করেন। তিনি বাংলাদেশের রণসঙ্গীতের রচয়িতা। তাঁর সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থে এই সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত আছে। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রথম 'সাপ্তাহিক বিজলী'র ২২ শে পৌষ (১৩২৮) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তিনি সান্ধ্য দৈনিক নবযুগ (১৯২০)-এর যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। তাঁর সম্পাদনায় অর্ধসাপ্তাহিক 'ধুমকেতু' পত্রিকা (১৯২২) বের হত। ধূমকেতু পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'আয় চলে আ, রে ধূমকেতু / আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু-' বাণী ছাপা হয়। 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশের পর তিনি গ্রেফতার হন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' গীতিনাট্য নজরুলকে উৎসর্গ করেন। তাঁর সম্পাদিত 'লাঙ্গল' পত্রিকার প্রকাশ কাল ১৯২৫ সাল। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থের নাম : ব্যাথার দান। রচনা : বাউন্ডেলের আত্নকাহিনী,

গল্প : বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী, কাব্যগ্রন্থ : অগ্নি-বীণা, প্রবন্ধগ্রন্থ : যুগবাণী, নাটক : ঝিলিমিলি, নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ : বিষের বাঁশি (প্রকাশ আগস্ট ১৯২৪/ নিষিদ্ধ ২৪ অক্টোবর ১৯২৪) জেলে বসে লেখা জবানবন্দির নাম : 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। অগ্নিবীণার প্রথম কবিতা : প্রলয়োল্লাস। 'বাঁধন-হারা' তাঁর প্রত্রোপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। কবির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হলো : 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২) 'বিষের বাঁশি' (১৯২৪), 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সর্বহারা' (১৯২৬), 'ফনি-মনসা' (১৯২৭), 'জিঞ্জির' (১৯২৮), 'সন্ধ্যা' (১৯২৯), ' প্রলয় শিখা' (১৯৩০) ইত্যাদি। 'সঞ্চিতা'র পরিচয় : 'সঞ্চিতা' নজরুলের অনুমোদনে প্রকাশিত তাঁর কবিতার নির্বাচিত সংগ্রহ। ১৯২৮ সালে প্রকাশ পায়। উৎসর্গ করেন এই লিখে : 'বিশ্বকবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু' জীবনীকাব্যগুলো : 'চিত্তনামা' (১৯২৫) ও 'মরু-ভাস্কর' (১৯৫০)। 'চিত্তনামা' : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ , 'মরু-ভাস্কর' : হযরত মুহাম্মদ (স.) জীবনভিত্তিক কাব্য। উপন্যাসগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাঁধন-হারা' (১৯২৭), 'মৃত্যুক্ষুধা' (১৯৩০) কুহেলিকা (১৯৩১)। 'বাঁধন হারা'র পরিচয় : নজরুলের রচিত প্রথম উপন্যাস, বাঁধন-হারা বাংলা সাহিত্যে প্রথম পত্রোপন্যাস। 'মৃত্য-ক্ষুধা' উপন্যাসের পরিচয় : নারীজীবনের দুর্বিষহ অভিজ্ঞতা এবং সমাজের বাস্তবচিত্র এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে। 'যুগবাণী' গ্রন্থের পরিচয় : প্রবন্ধের গ্রন্থ 'যুগবাণী' ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে প্রকাশিত হয় এটি নজরুলের প্রথম প্রবন্ধের বই। প্রবন্ধগুলোতে স্বদেশী চিন্তাচেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশিত।

'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র পরিচয় : নজরুল সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু' ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে। সেই পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমন'ও নিষিদ্ধ হয়। নজরুলকে আটক করে জেলে রাখার পর তাঁর বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি লিখিতভাবে আদালতে উপস্থাপন করেন মাত্র চার পৃষ্ঠার বক্তব্য। তাই 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। ১৯২৩ সালের ৭ই জানুয়ারী কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে তিনি এটা রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গল্পগ্রন্থের নাম : 'ব্যাথার দান' (১৯২২), 'রিক্তের বেদনা' (১৯২৫), 'শিউলিমালা' (১৯৩১)। নজরুলের সংগীত বিষয়ক গ্রন্থাবলী : চোখের চাতক, নজরুল গীতিকা, সুর সাকী, বনগীতি প্রভৃতি। ধ্রুব চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেন। ডি-লিট পদক 'রবীন্দ্রভারতী' ও 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে যথাক্রমে ১৯৬৯ সাল ও ১৯৭৪ সালে দেয়া হয়।বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৬ সালে নজরুলকে একুশে পদক প্রদান করেন। ২৯শে আগস্ট. ১৯৭৬ / ১২ই ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ তিনি মৃত্যু বরন করেন।

'জীবন-বন্দনা' থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : এটি সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে। কবিতাটি ছয় মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। 'কিণাঙ্ক' শব্দের অর্থ : শক্ত হওয়া ছামড়া বা কড়া। 'জীবন-বন্দনা' কবিতায় যারা কঠিন শ্রমে পৃথিবীকে ভরিয়ে দেয় তাদের বন্দনা করা হয়েছে।

'যৌবনের গান' থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : 'তিমির কুন্তলা' বলতে রাত্রি বোঝায়।'বার্ধক্যকে সব সময় বয়সের ফ্রেমে বাঁধা যায় না' এই অংশটি যৌবনের গান রচনার। 'সঞ্চিতা' নজরুলের কাব্য সংকলন। 'বার্ধক্য তাহাই যাহা পুরাতনকে, মিথ্যাকে, মৃত্যুকে আকড়াইয়া পড়িয়া থাকে' লাইনটি যৌবনের গান রচনার। ('ইহাদের ধর্মই বার্ধক্য' : বৃদ্ধদের)। তরুনদের 'দেশ নাই, জাতি নাই, অন্য ধর্ম নাই।

জহির রায়হান

প্রকৃত নাম : মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ। তাঁর পরিচালিত অন্যতম চলচ্চিত্র : সোনার কাজল (১৯৬২), কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), বাহানা (১৯৬৫), বেহুলা (১৯৬৬), আনোয়ারা (১৯৬৭), সঙ্গম (১৯৬৪), জীবন থেকে নেয়া (১৯৭০) ইত্যাদি। তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর যে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করেছেন তার নাম : Stop Genocide. তাঁর রচিত উপন্যাস : শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬৭), হাজার বছর ধরে (১৯৭১), আরেক ফাল্গুন (১৯৭৫), বরফ গলা নদী (১৯৭৬)। হাজার বছর ধরে উপন্যাসের পরিচয় : আবহমান বাংলার জীবন ও জনপদ 'হাজার বছর ধরে' উপন্যাসের মূলে। নদী তীরবর্তী প্রকৃতির কোলে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী বিকশিত। 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাসের পরিচয় : বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও ১৯৫৫ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি পালনের অভিজ্ঞতায় জহির রায়হান 'আরেক ফাল্গুন উপন্যাস রচনা করেন।

*একুশের গল্প- 'একুশের গল্প' এর রচয়িতা : জহির রায়হান। 'টিবিয়া ফেবুলা' দু ইঞ্চি ছোট ছিল : তপুর। তপু একুশের গল্প এর চরিত্র। 'আরেক ফাল্গুন' উপন্যাস জাতীয় গ্রন্থ। 'একুশের গল্পে'র মূলকথা : ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে এক উদ্দাম শহিদ হয়। কিন্তু পুলিশ সেই লাশ গুম করে ফেলে। তাঁর কঙ্কাল মেডিক্যাল কলেজে পড়ুয়া এক বন্ধু আবিষ্কার করে।

জীবনানন্দ দাশ

জন্ম : ১৭ই ফেব্রুয়ারি , ১৮৯৯, বরিশালে। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: ঝরাপালক (১৯২৮), ধুসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬), বনলতা সেন (১৯৪২), মহাপৃথিবী (১৯৪৪), সাতটি তারার তিমির (১৯৪৮), রূপসী বাংলা (১৯৫৭) ও বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১)। তাঁকে ধুসরতার কবি, তিমির হননের কবি, নির্জতার কবি, রূপসী বাংলার কবি বিশেষনে বিশেষায়িত করা হয়। 'কবিতার কথা' তার রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ। তাঁর রচিত উপন্যাস : মাল্যবান (১৯৭৩), সতীর্থ (১৯৭৪)। সম্প্রতি খুঁজে তাঁর আরেকটি উপন্যাসের নাম : কল্যাণী (প্রকাশ : দেশ ১৯৯৯)।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর রচিত উপন্যাস গুলো : চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১), ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯), কবি (১৯৪২), গণদেবতা (১৯৪২) পঞ্চগ্রাম (১৯৪৩), হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭), রাধা (১৯৫৭) ইত্যাদি। তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস : ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে তাঁর রচিত উপন্যাসের নাম : 'একটি কালো মেয়ের কথা' (১৯৭১)।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার

তিনি মূলত শিশুসাহিত্যিক ও লোক সংগ্রাহক। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো : ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি ইত্যাদি।

বনফুল, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

তাঁর সাহিত্যিক ছদ্মনাম : বনফুল। তিনি 'শনিবারের চিঠি'তে ব্যঙ্গ কবিতা ও প্যারডি রচনা করে প্রথম সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ২৬শে জুন, ১৮৩৮ সালে। তাঁর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম : ললিতা তথা মানস (১৮৫৬) প্রথম বাংলা উপন্যাসের নাম : দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস। 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ' – এই সংলাপ স্মপর্কে কি বলা হয়? : কপালকুণ্ডলার এই সংলাপকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের প্রথম

রোম্যান্টিক সংলাপ। এই উপন্যানের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বাক্য : 'তুমি অধম তাই বলিয় আমি উত্তম হইব না কেন?' সামাজিক সমস্যার আলোকে তাঁর রচিত উপন্যাস গুলোর নাম : বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮)। প্রবন্ধগুলোর নাম : লোকরহস্য (১৮৭৪) কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫) কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬) বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'সাম্য' গ্রন্থটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করে নেন। তাঁর ছদ্মনাম : কমলাকান্ত। তাঁর অন্যতম কীর্তি : বঙ্গদর্শন (১৮৭২) পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাঁর রচিত সাহিত্য খণ্ড : প্রকৃতি ও মানব জীবন। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলোর নাম : পথের পাঁচালী (১৯২৯), অপরজিত (১৯৩১), দৃষ্টি প্রদীপ (১৯৩৫), আরণ্যক (১৯৩৮), আদর্শ হিন্দু হোটেল (১৯৪০), দেবযান (১৯৪৪), ইছামতী (১৯৪৯), অশনি সংকেত (১৯৫৯) ইত্যাদি। 'অশনি সংকেত' উপন্যাস সম্পর্কে : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ। আর এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রাম বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তার নিখুঁত বর্ণনা দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন এই উপন্যাসটি। সত্যজিৎ রায় পথের প্যাঁচালী উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। এই উপন্যাসের প্রধান কয়েকটি চরিত্রের নাম : অপু, সর্বজয়া, হরিহর, অপর্ণা। ঋত্বিক ঘটক তাঁর অশনি সংকেত উপন্যাস নিয়ে চলচ্চিত্র রচনা করেন। তাঁর রচিত ছোট গল্পগুলোর নাম : মেঘমল্লার (১৯৩১) মৌরীফুল (১৯৩২) যাত্রাবদল (১৯৩৪)। তাঁর 'আরণ্যক' (১৯৩৮) উপন্যাসে অরণ্যচারী মানুষের জীবন প্রাধান্য পেয়েছে।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

তিনি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গীতিকবিতার স্রষ্টা। বিহারীলাল চক্রবর্তী রচিত কবিতায় প্রথম বিশুদ্ধভাবে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও গীতোচ্ছাস প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ভোরের পাখি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলোর নাম : সঙ্গীত শতক (১৮৬২), বঙ্গসুন্দরী (১৮৭০), নিসর্গ সন্দর্শন (১৮৭০), বন্ধু বিয়োগ (১৮৭০) প্রেম প্রবাহিণী (১৮৭০) ও সারদা মঙ্গল(১৮৭৯) তিনি ২৪ শে মে, ১৮৯৪ সালে কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

বুদ্ধদেব বসু

তাঁর সম্পাদিত প্রতিকাগুলোর নাম : প্রগতি (১৯২২৭-২৯) ও কবিতা (১৯৪২-৪৭)। হুমায়ুন কবিরের সাথে তাঁর সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা:

হিতকরী (১৮৯০) তাঁর প্রথম গ্রন্থ : রত্নবতী (১৮৬৯)। তাঁর 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থের পরিচয় : মশাররফ হেসেনের খ্যাতি মূলত এ গ্রন্থটির জন্যেই। 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) একটি ইতিহাস আশ্রিত উপনাস। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা : বিষাদ-সিন্ধু। গো-জীবন : প্রবন্ধ গ্রন্থ। মীরের দুটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম : 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) ও জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) মোশাররফ হোসেন গাজী মিয়া ছদ্মনামে লিখতেন। গাজী মিয়ার বস্তানী (১৮৯৯) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। তাঁর আত্ম জীবনী মূলক গ্রন্থ : আমার জীবনী (১৯১০), কুলসুম জীবনী (১৯১০)। 'জমীদার দর্পন' থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : 'জমীদার দর্পন' প্রথম ১২৮০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তিনি উনবিংশ শতক এর মুসলমান শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। 'এরা টাকার লোভে দিনকে রাত আর রাতকে দিন করে' দারোগারা। 'বাঘে ছুঁলে সাত ঘা, আর জমিদার ছুঁলে আঠারো ঘা উক্তিটি : জিতু মোল্লার।

মুনীর চৌধুরী

তিনি মূলত : শিক্ষাবিদ, নাট্যকার, সমালোচক ও বাগ্মী। ভাষা আন্দোলনের উপর তাঁর বিখ্যাত নাটকের নাম : 'কবর' (১৯৬৬), 'কবর' ১৯৫৩ সালে ঢাকা জেলে রচিত ও রাজবন্দিদের দ্বারা অভিনীত। তাঁর উদ্ভাবিত বাংলা টাইপ : মুনীর অপটিমা। তাঁর রচিত অন্যান্য প্রধান নাটকের নাম : রক্তাক্ত প্রান্তর (১৯৬২), চিঠি (১৯৬৬), কবর (১৯৬৬), দণ্ডকারণ্য (১৯৬৬)। তাঁর রচিত অনুবাদ নাটকগুলোর মধ্যে অন্যতম : মুখরা রমনী বশীকরণ (১৯৭০)। তাঁর 'মানুষ' নাটক : এটি এক অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : 'রক্তাক্ত প্রান্তর' এর পটভূমি ছিল – পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' তিন অঙ্ক, আটদৃশ্য বিশিষ্ট নাটক। 'মানুষ মরে গেলে পচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়' – 'রক্তাক্ত প্রান্তর ' নাটকে উক্তিটি নবাব সুজাউদ্দৌলা। 'জোহরা' ইব্রাহিম কার্দির স্ত্রী। 'রক্তাক্ত প্রান্তর' ইতিহাস আশ্রিত নাটক। মুনীর চৌধুরী কায়কোবাদ রচিত 'মহাশ্মশান' থেকে 'রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের সারাংশ ও চরিত্র নিয়েছেন। পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় ১৭৬১ সালে। 'নিজের নিয়তিকে আমি নিজের হাতেই গড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী' এটি নজীবউদ্দৌল্লার উক্তি।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

তাঁর গবেষণা কর্মগুলো : বাংলা সাহিত্যের কথা, ভাষাতত্ত্ব : ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত। তিনি আঙুর (১৯২০), দি পীস (১৯২৩), বঙ্গভূমিক (১৯৩৭), তকবীর (১৯৪৭)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি : বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) হিতোপদেশ (১৮০৮)।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী

তিনি বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর রচিত গদ্যগ্রন্থগুলো : সংস্কৃতি কথা (১৯৫৮), সভ্যতা (১৯৬৫) ও সুখ (১৯৬৮)।

রাজা রামমোহন রায়

একেশ্বরবাদের উপর ভিত্তি করে রামমোহন যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন তার নাম : ব্রাহ্মধর্মমত। দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য ডেভিড হেয়ারের সহায়তায় তিনি ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে ভূমিকা রাখেন। তাঁর প্রচেষ্টায় লর্ড বেন্টিংক কর্তৃক ৪-১২-১৮২৯ তারিখে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাঁর লিখিত গ্রন্থগুলো : বেদান্তগ্রন্থ (১৮১৫), বেদান্তসার (১৮১৫), গৌড়ীর ব্যাকরণ (১৮৩৩) ইত্যাদি।

রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ

'ভাল আছি ভাল থেকো আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো' রুদ্র মুহাম্মদ শহিদুল্লাহর গান। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ গুলো : উপদ্রুত উপকূল (১৯৭৯), ফিরে চাই স্বর্ণগ্রাম (১৯৮১), মানুষের মানচিত্র (১৯৮৬)।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

জন্ম : ৯ই ডিসেম্বর, ১৮৮০, পায়রাবন্দ গ্রাম, রংপুরে। তিনি প্রথমে মিসেস আর এস হোসেন নামে লিখতেন। তিনি ভাগলপুরে বসে সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ : মতিচুর, অবরোধবাসিনী ইত্যাদি। সুলতানার স্বপ্ন। 'শমস-উল-

ওলামার'র শাব্দিক অর্থ : জ্ঞানীদের মধ্যে সূর্য। 'অবলার হাতেও সমাজের জীবন-মরণের কাঠি আছে' বাক্যটি অর্ধাঙ্গী রচনা থেকে গৃহীত হয়েছে। 'কেন সখি কোণে কাঁদিছ বসিয়া'? উদ্ধৃতিটি অর্ধাঙ্গী রচনায় পাওয়া যায়।

লালন শাহ

জন্ম : ১৭৭২, হরিশপুর গ্রাম ঝিনাইদহে। তিনি কুষ্টিয়ার ছেউরিয়া গ্রামে আখড়া স্থাপন করেন। লালনের গান প্রথম সংগ্রহ করেন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শওকত ওসমান

প্রকৃত নাম : শেখ আজিজুর রহমান। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত তাঁর প্রথম পুস্তক : জননী (১৯৬১) জননী উপন্যাসের পরিচয় : সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য একজন মা (গোপনে) যে কোন পথ অবলম্বন করতে পারে শওকত ওসমানের 'জননী' উপন্যাসে সে কথাই ব্যক্ত। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর নাম : উপন্যাস : ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২), চৌরসন্ধি (১৯৬৮), রাজা উপাখ্যান (১৯৭০), জাহান্নাম হইতে বিদায় (১৯৭১)। গল্প : পিঁজরাপোল (১৯৫৮), জন্মযদি তব বঙ্গে (১৯৭৫)। নাটক : আমলার মামলা (১৯৪৯), তস্কর ও লস্কর (১৯৫৩)। 'ক্ষুধার্ত কালে ভদ্রে অপরের খাওয়া দেখেও নাকি শান্তি পায়' বাক্যটির লেখক : শওকত ওসমান। 'অবরে সবরে' বাগধারার অর্থ কখনো কখনো। তাঁর কালোত্তীর্ণ উপন্যাস এর নাম : ক্রীতদাসের হাসি। 'টন্নি' শব্দের অর্থ : আমমোক্তার। স্বদেশী বাবুর আসল নাম : মনোরঞ্জন মালো।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধায়

জন্ম : ১৫ ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৬। প্রথম প্রকাশিত গল্প : মন্দির। তিনি 'মন্দির' গল্পের জন্য কুন্তলীন পুরস্কার (১৯০৩) লাভ করেন। শরৎ এক মহিলা নামেও লিখেছেন সেটি : অনিলা দেবী। 'শ্রীকান্ত' তাঁর আত্মজীবনী মুলক গ্রন্থ। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস গুলোর নাম : পল্লী সমাজ (১৯১৬), দেবদাস (১৯১৭), চরিত্রহীন (১৯১৭), গৃহদাহ (১৯২০), দেনা পাওনা (১৯২৩), পথের দাবী (১৯২৬), শেষ প্রশ্ন (১৯৩১)। তাঁর পথের দাবী রাজনৈতিক উপন্যাস। গল্পকার হিসেবে তাঁর মহেশ, বিলাসী গল্পগুলো খ্যাত। তাঁর 'পথের দাবী' উপন্যাস সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। সাপের বিষ যে বাঙালির বিষ নয় তাহা আমিও বুঝিয়াছিলাম এটা শরৎচন্দ্রের লেখা। 'ঠিক যেন ফুলদানিতে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখা বাসি ফুলের মতো। হাত দিয়া এতটুকু স্পর্শ করিলে, এতোটুকু নাড়াচাড়া করিতে গেলেই ঝরিয়া পড়িবে' উক্তিটি বিলাসী গল্পে আছে। 'বিলাসী' গল্পে মৃত্যুঞ্জয়ের লোভী খুড়া মৃত্যুঞ্জয়কে অন্নপাপের জন্য দায়ী করেছে। 'অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে কিন্তু তেলাপোকা টিকিয়া আছে'। বিলাসী রচনার অংশ।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের নাম : অরিজিন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ (১৯২১)।

সুফিয়া কামাল

তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির নাম : কবিতা : সাঝের মায়া (১৯৩৮), অভিযাত্রিক (১৯৬৯), মায়া কাজল (১৯৯১) ইত্যাদি। গল্প : কোর কাঁটা (১৯৩৭), শিশুতোষ : ইতল বিতল (১৯৬৫)।

সৈয়দ আলী আহসান

তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-গবেষণা : নজরুল ইসলাম (১৯৫৪), কবি মধুসূদন (১৯৫৭), কবিতার কথা (১৯৫৭), রবীন্দ্রনাথ কাব্য বিচারের ভূমিকা (১৯৭৪), কবিতা : অনেক আকাশ (১৯৫৯), একক সন্ধ্যায় বসন্ত (১৯৬৪), সহসা সচকিত (১৯৬৫)।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্

তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাসমূহ : উপন্যাস : লালসালু (১৯৪৮), চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪), কাঁদো নদী কাঁদো (১৯৬৮) গল্পগ্রন্থ : নয়নচারা (১৯৫১), দুই তীর ও অন্যান্য গল্প (১৯৬৫)। নাটক : বহিপীর (১৯৬০), তরঙ্গভঙ্গ (১৯৬৮)।

সৈয়দ মুজতবা আলী

তাঁর উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনির নাম : দেশে বিদেশে (১৯৪৯), তাঁর রচিত দুটো উপন্যাসের নাম : অবিশ্বাস্য (১৯৫৪), শবনম (১৯৬০), তাঁর রচিত রম্য রচনার নাম লেখ পঞ্চতন্ত্র (১৯৫২), ময়ূরকণ্ঠী (১৯৫২)। ছোটগল্পগ্রন্থের নাম : চাচা-কাহিনী (১৯৫২), টুনি মেম (১৯৬৪)।

হাসান হাফিজুর রহমান

তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন : তাঁর সম্পাদনায় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয়। আন্দোলনভিত্তিক প্রথম সাহিত্য সংকলন একুশে ফেব্রুয়ারি এবং তিনি সম্পাদনা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র (১৮৮২-৮৩) এর জন্য। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কবিতা : আর্ত শব্দবলী (১৯৬৮), অন্তিম শরের মতো (১৯৬৮), শোকার্ত তরবারী (১৯৮২)।

হুমায়ুন আজাদ

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অলৌকিক ইস্টিমার (১৯৭৩), সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে (১৯৮৫), উপন্যাস : ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইল (১৯৯৪), সব কিছু ভেঙে পড়ে (১৯৯৫), কবি অথবা দণ্ডিত পুরুষ (২০০০), পাক সার জমিন সাদ বাদ (২০০৩) ইত্যাদি। প্রবন্ধ : নারী (১৯৯২)।

হুমায়ুন আহমেদ

হুমায়ুন আহমেদ ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর নেত্রকোণার মোহনগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মূলত কথাসাহিত্যিক। তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস নন্দিত নরকে (১৯৭৩)।

তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস গুলো : শঙ্খনীল কারাগার, আগুনের পরশমণি, জোছনা ও জননীর গল্প, নীল অপরাজিতা, ময়ূরাক্ষী, মহাপুরুষ, নিশিকাব্য, সম্রাট, দুই দুয়ারী, হিমুর হাতে কয়েকটি নীলপদ্ম, হলুদ হিমু কালো র‍্যাব, হিমু রিমাণ্ডে, মধ্যাহ্ন, হিমুর একান্ত সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য, অতিপ্রাকৃত প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। দেয়াল (১৯৯২) তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস। ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে ১৯ জুলাই ২০১২ নিউইয়র্কের এক হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বিগত বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আলোকে নিজেকে যাচাই করুন:

১। 'কবর' নাটকটির লেখক— (১০তম বিসিএস)
ক. জসীমউদ্‌দীন খ. কাজী নজরুল ইসলাম
গ. মুনীর চৌধুরী ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

২। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের সংকলিত প্রথম কবিতা— (১০তম বিসিএস)
ক. অগ্রপথিক খ. বিদ্রোহী
গ. প্রলয়োল্লাস ঘ. ধুমকেতু

৩। বাংলা গীতিকবিতায় 'ভোরের পাখি' কে? (১১তম বিসিএস)
ক. বিহারীলাল চক্রবর্তী
খ. প্যারীচাঁদ মিত্র
গ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগার
ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৪। 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' গ্রন্থটির রচয়িতা— (১১তম বিসিএস)
ক. মুহম্মদ আবদুল হাই
খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
গ. আবুল মনসুর আহমদ
ঘ. আতাউর রহমান

৫। 'রোহিনী' কোন উপন্যাসের নায়িকা? (১২তম বিসিএস)
ক. কৃষ্ণকান্তের উইল খ. চোখের বালি
গ. গৃহদাহ ঘ. পথের পাঁচালী

৬। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' নামক উপন্যাসের উপজীব্য— (১২তম বিসিএস)
ক. মাঝি-মাল্লার সংগ্রামশীল জীবন
খ. জেলে-জীবনের বিচিত্র সুখ-দুঃখ
গ. চাষী-জীবনের করুণ চিত্র
ঘ. চরবাসীদের দুঃখী জীবন

৭। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের প্রধান দুটি চরিত্রের নাম— (১৩তম বিসিএস)
ক. নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনী খ. মধুসূদন ও কুমুদিনী
গ. গোবিন্দলাল ও রোহিনী ঘ. সুরেশ ও অচলা

৮। কোন সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী পালিত হয়? (১৩তম বিসিএস)
ক. ১৯৫১সালে খ. ১৯৬১ সালে
গ. ১৯৭১ সালে ঘ. ১৯৮১ সালে

৯। কোন খ্যাতিমান লেখক 'বীরবল' ছদ্মনামে লিখতেন?
ক. প্রমথ নাথ খ. প্রমথ চৌধুরী (১৪তম বিসিএস)
গ. প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘ. প্রমথ নাথ বসু

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায় কবির উপলব্ধি হচ্ছে— (১৪তম বিসিএস)
ক. ভবিষ্য বিচিত্র ও বিপুল সম্ভাবনাময়
খ. বাধা-বিপত্তি প্রতিভাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে
গ. প্রকৃতি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী
ঘ. ভাঙার পরেই গড়ার কাজ শুরু হয়

১১। কবি জসীমউদ্‌দীনের জীবনকাল কোনটি?(১৪তম বিসিএস)
ক. ১৯০৩-১৯৭৬ইং
খ. ১৮৮৯-১৯৬৬ইং
গ. ১৮৯৯-১৯৭৯ইং
ঘ. ১৯১০-১৯৮৭ইং

১২। 'ঠক চাচা' চরিত্রটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?
ক. আলালের ঘরের দুলাল (১৫তম বিসিএস)
খ. জোহরা
গ. মৃত্যুক্ষুধা
ঘ. হাজার বছর ধরে

১৩। 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থের সম্পাদক কে ছিলেন?
ক. হাসান হাফিজুর রহমান (১৬তম বিসিএস)
খ. বেগম সুফিয়া কামাল
গ. মুনীর চৌধুরী
ঘ. আবুল হায়াত

১৪। 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক কে? (১৬তম বিসিএস)
ক. মোহাম্মদ আকরম খাঁ
খ. তফাজ্জল হোসেন
গ. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন
ঘ. সিকান্দার আবু জাফর

১৫। জীবনানন্দ দাশের জন্ম স্থান'কোন জেলায়? (১৬তম বিসিএস)
ক. বরিশাল জেলায়
খ. ফরিদপুর জেলায়
গ. ঢাকা জেলায়
ঘ. রাজশাহী জেলায়

১৬। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়—(১৭তম বিসিএস)
ক. ১৮৪১ সালে খ. ১৮৪২ সালে
গ. ১৮৫০ সালে ঘ. ১৮৪৩ সালে

১৭। কাজী ইমদাদুল হক-এর 'আব্দুল্লাহ' উপন্যাসের উপজীব্য কী?
ক. চাষী জীবনের করুণ চিত্র (১৮তম বিসিএস)
খ. কৃষক সমাজের সংগ্রামশীল জীবন
গ. তৎকালীন মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের চিত্র
ঘ. মুসলিম জমিদার শ্রেণির জীবন কাহিনী

১৮। 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানের রচয়িতা কে? (১৯তম বিসিএস)
ক. আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী
খ. আলতাফ মাহমুদ
গ. আবদুল লতিফ
ঘ. আব্দুল আলীম

১৯। 'নদী ও নারী' কার রচনা? (২০তম বিসিএস)
ক. কাজী আব্দুল ওদুদ
খ. আবুল ফজল
গ. শামসুদ্দীন আবুল কালাম
ঘ. হুমায়ুন কবির

২০। 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' কার রচনা? (২১তম বিসিএস)
ক. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. রামমোহন রায়
ঘ. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

২১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন?
ক. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও সৈয়দ আলী আহসান (২২তম বিসিএস)
খ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মুহম্মদ আবদুল হাই
গ. মুহম্মদ আবদুল হাই, আনিসুজ্জামান ও আনোয়ার পাশা
ঘ. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান

২২। রোহিণী-বিনোদিনী-কিরণময়ী কোন গ্রন্থগুচ্ছের চরিত্র?
ক. বিষবৃক্ষ-চতুরঙ্গ-চরিত্রহীন (২৩তম বিসিএস)
খ. কৃষ্ণকান্তের উইল-যোগাযোগ-পথের দাবী
গ. দুর্গেশনন্দিনী-চোখের বালি-চরিত্রহীন
ঘ. কৃষ্ণকান্তের উইল-চোখের বালি-চরিত্রহীন

২৩। 'মা যে জননী কান্দে' কোন ধরনের রচনা?(২৪তম বিসিএস)
ক. কাব্য খ. নাটক
গ. উপন্যাস ঘ. প্রবন্ধ

২৪। 'কাঁটাকুঞ্জে বসি তুই গাঁথিবি মালিকা/দিয়া গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা'-এই উদ্ধৃতাংশটি কোন কবির রচনা?
ক. কাজী নজরুল ইসলাম (২৪তম বিসিএস)
খ. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
গ. সুকান্ত ভট্টাচার্য
ঘ. বেনজীর আহমেদ

২৫। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কে রচনা করেন?
ক. সুকুমার সেন খ. দীনেশচন্দ্র সেন (২৫তম বিসিএস)
গ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
ঘ. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

২৬। বাংলা একাডেমী কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (২৬তম বিসিএস)
ক. ১৯৫৪ খ. ১৯৫৫
গ. ১৯৫৬ ঘ. ১৯৫৭

২৭। কোনটি দীনবন্ধু মিত্রের রচনা? (২৬তম বিসিএস)
ক. কমলে কামিনী খ. চক্ষুদান
গ. বিধবা বিবাহ ঘ. ভদ্রার্জুন

২৮। কোন নাটকটি সেলিম আল দীনের? (২৬তম বিসিএস)
ক. মুনতাসীর ফ্যান্টাসি
খ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ. কবর ঘ. বহুব্রীহি

২৯। সাপ্তাহিক 'সুধাকর'-এর সম্পাদক কে? (২৭তম বিসিএস)
ক. মুন্সি মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দিন আহমদ
খ. মুন্সি মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ
গ. শেখ আব্দুর রহিম
ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী

৩০। জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি? (২৮তম বিসিএস)
ক. ধূসর পাণ্ডুলিপি খ. কবিতার কথা
গ. ঝরা পালক ঘ. দুর্দিনের যাত্রী

৩১। বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
ক. অগ্নিসাক্ষী (২৮তম বিসিএস)
খ. চিলেকোঠার সেপাই
গ. আরেক ফাল্গুন ঘ. অনেক সূর্যের আশা

৩২। মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? (২৮তম বিসিএস)
ক. শঙ্খনীল কারাগার
খ. কাটাতারের প্রজাপতি
গ. জাহান্নাম হইতে বিদায়
ঘ. আর্তনাদ

৩৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্প কোনটি? (২৮তম বিসিএস)
ক. একরাত্রি (২৮তম বিসিএস)
খ. নষ্টনীড়
গ. ক্ষুধিত পাষাণ
ঘ. মধ্যবর্তিনী

৩৪। মুসলমান নারী জাগরণের কবি— (২৯তম বিসিএস)
ক. ফজিলাতুন্নেছা খ. ফয়জুন্নেছা
গ. বেগম রোকেয়া ঘ. সামসুন্নাহার

৩৫। 'অনল প্রবাহ' রচনা করেন— (২৯তম বিসিএস)
ক. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
খ. মোজ্জামেল হক
গ. এয়াকুব আলী চৌধুরী
গ. মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি

৩৬। 'চাচা কাহিনীর' লেখক কে? (২৯তম বিসিএস)
ক. সৈয়দ শামসুল হক
খ. শওকত ওসমান
গ. সৈয়দ মুজতবা আলী
ঘ. ফররুখ আহমদ

৩৭। 'কাঠালপাড়া'য় জন্মগ্রহণ করেন কোন লেখক? (৩০তম বিসিএস)
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. সুভাষ মুখোপাধ্যায়
গ. কাজী ইমদাদুল হক
ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

৩৮। 'পূর্বাশা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন— (৩০তম বিসিএস)
ক. মুন্সী মেহেরুল্লা খ. সঞ্জয় ভট্টাচার্য
গ. কামিনী রায় ঘ. মোজাম্মেল হক

৩৯। "সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।" এই চরণদ্বয়ের লেখক—
ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৩০তম বিসিএস)
খ. কুসুমকুমারী দাশ
গ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার ঘ. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

৪০। 'বটতলার উপন্যাস' গ্রন্থের লেখকের নাম কী? (৩১তম বিসিএস)
ক. দিলারা হাশেম খ. রাজিয়া খান
গ. রিজিয়া রহমান ঘ. সেলিনা হোসেন

৪১। অশোক সৈয়দ কার ছদ্মনাম? (৩১তম বিসিএস)
ক. আবদুল মান্নান সৈয়দ
খ. সৈয়দ আজিজুল হক
গ. আবু সয়ীদ আইয়ুব
ঘ. সৈয়দ শামসুল হক

৪২। 'ছিন্নপত্রে'র অধিকাংশ পত্র কাকে উদ্দেশ্য করে লেখা?
ক. ইন্দিরা দেবী খ. কাদম্বরী দেবী (৩১তম বিসিএস)
গ. মৃণালিনী দেবী ঘ. মৈত্রেয়ী দেবী

৪৩। নিচের কোনটি মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম-মৃত্যু সাল?
ক. ১৮৪৭-১৯১১ (৩১তম বিসিএস)
খ. ১৮৫২-১৯১২
গ. ১৮৫৭-১৯১১ ঘ. ১৮৪৭-১৯১২

৪৪। অধ্যাপক আহমদ শরীফের মৃত্যু সন কোনটি? (৩১তম বিসিএস)
ক. ১৯৯৭ খ. ১৯৯৮
গ. ১৯৯৯ ঘ. ২০০০

৪৫। নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম?
ক. বীরবল (৩১তম বিসিএস)
খ. অনিলাদেবী
গ. যাযাবর
ঘ. ভিমরুল

৪৬। 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস? (৩২তম বিসিএস)
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৭। 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনীটি কার রচনা? (৩২তম বিসিএস)
ক. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
খ. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
গ. সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
ঘ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৮। 'দিবারাত্রির কাব্য' কার লেখা উপন্যাস? (৩২তম বিসিএস)
ক. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খ. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. ঈশান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ঘ. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪৯। কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গল্প কোনটি?(৩২তম বিসিএস)
ক. পদ্মরাগ খ. পদ্মগোখরা
গ. পদ্মপুরাণ ঘ. পদ্মবতী

৫০। 'আনোয়ারা' গ্রন্থটি কার রচনা? (৩২তম বিসিএস)
ক. কাজী এমদাদুল হক
খ. মীর মশাররফ হোসেন
গ. মোহাম্মদ নজিবর রহমান
ঘ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী

৫১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের চরিত্র কোনটি?
ক. কুন্দনন্দিনী খ. শ্যামাসুন্দরী (৩৩তম বিসিএস)
গ. বিমলা ঘ. রোহিনী

৫২। 'কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথে?'—কার লেখা?
ক. কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার (৩৩তম বিসিএস)
খ. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত
গ. কামিনী রায়
ঘ. যতীন্দ্র মোহন বাগচী

৫৩। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি? (৩৪তম বিসিএস)
ক. ক্রীতদাসের হাসি খ. মাটি আর অশ্রু
গ. হাঙর নদী গ্রেনেড ঘ. সারেং বউ

৫৪। 'দেয়াল' রচনাটি কার? (৩৪তম বিসিএস)
ক. হুমায়ূন আহমেদ খ. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গ. বুদ্ধদেব বসু ঘ. সেলিনা হোসেন

৫৫। সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রবন্ধ গ্রন্থ কোনটি?(৩৪তম বিসিএস)
ক. পঞ্চতন্ত্র খ. কালান্তর
গ. প্রবন্ধ সংগ্রহ ঘ. শাশ্বত বঙ্গ

৫৬। বাংলা সাহিত্যের জনক হিসেবে কার নাম চিরস্মরণীয়? (৩৪তম বিসিএস)
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ. রাজা রামমোহন রায়
গ. ঈশ্বরন্দ্র বিদ্যাসাগর ঘ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৫৭। 'সমাচার দর্পন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন- (৩৫তম বিসিএস)
ক. জন ক্লার্ক মার্শম্যান খ. উইলিয়াম কেরি
গ. জর্জ অব্রোহমা গ্রিয়ার্সন ঘ. ডেভিড হেয়ার

৫৮। কোনটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আত্ম-জীবনী? (৩৫তম বিসিএস)
ক. স্মৃতি কথামালা খ. আত্মকথা
গ. আত্মচরিত ঘ. আমার কথা

৫৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদিবসতি- (৩৫তম বিসিএস)
ক. খুলনার দক্ষিণ ডিহি খ. ছোট নাগপুর মালভূমি
গ. যশোরের কেশবপুর ঘ. কুষ্টিয়ার শিলাইদহ

৬০। 'তেল নুন লকড়ি' কার রচিত গ্রন্থ? (৩৫তম বিসিএস)
ক. প্রবোধ চন্দ্র সেন খ. প্রমথ চৌধুরী
গ. প্রমথনাথ বিশি ঘ. প্রদ্যুম্ন মিত্র

৬১। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ট্র্যাজেডি নাটক- (৩৫তম বিসিএস)
ক. কৃষ্ণ কুমারী খ. সধবার একাদশী
গ. শর্মিষ্ঠা ঘ. নীল দর্পন

১	গ	২	গ	৩	ক	৪	গ
৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	খ
৯	খ	১০	ক	১১	ক	১২	ক
১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	ঘ
১৭	গ	১৮	ক	১৯	ঘ	২০	খ
২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	ক
২৫	খ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	ক
২৯	গ	৩০	খ	৩১	গ	৩২	গ
৩৩	গ	৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	গ
৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ক	৪২	ক	৪৩	ঘ	৪৪	গ
৪৫	খ	৪৬	ঘ	৪৭	গ	৪৮	ঘ
৪৯	খ	৫০	গ	৫১	ক	৫২	ক
৫৩	গ	৫৪	ক	৫৫	ক	৫৬	গ
৫৭	ক	৫৮	খ	৫৯	ক	৬০	খ
৬১	ক						

=== N ===